মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

শিল্পীতীর্থের শক্তিমান অভিনেতা

চুচুড়ার দাসপাড়া নিবাসী

শ্রীতারক দাস ও শ্রীমতি দাসের হাতে

তুলে দিলাম আমার "পৃথিবীর পাঠশালা"।

—অগ্রদূত

ভূমিকা

পৃথিবীর পাঠশালা। এ পাঠশালায় আমাদের সকলেরই একদিন হাতে-খড়ি হয়। বাবা ভূপেন রায় চাইছেন যেন-তেন প্রকারেন বেঁচে থাকতে, দাদা রতন বেকার, অথচ কায়িক পরিশ্রমকে সে ঘৃণা করে, অভাবি সংসারে ছোট ভাই রকবাজ। অবিনাশ ধনী সন্তান হয়েও কুকর্ম করে বেড়ায়। সমাজের মধ্যমণি নগেনবাবু এবং ধনপতি সাহার মুখোস খুলে দেয় নায়িকা মলি। পটকা নিমুকে আপনারা আশে-পাশেই দেখতে পাবেন। এ নাটকের প্রতিটি চরিত্র আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে। আমার মনে হয়, এত ভালো নাটক পূর্ব্বে আমি লিখিনি।

—বিনীত

অগ্রদূত

চরিত্র-লিপি

—পুরুষ—

ভূপেন রায়	..	নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহকর্তা।
রতন	...	ঐ বড় ছেলে।
নাণ্টু	...	ঐ ছোট ছেলে।
অবিনাশ		ভূপেনের বন্ধুপুত্র।
রাধেশ্যাম ঢোলাকিয়া	..	অবাঙ্গালী ধনী ব্যবসায়ী।
বাবলু	..	ভূপেনের প্রতিবেশী যুবক।
ধনপতি সাহা		ধনী বৃদ্ধ।
অরিন্দম	..	পুলিশ অফিসার।
নগেন দাস	...	জনৈক ধনীব্যক্তি।
পটকা। নিমু।	...	রকবাজ যুবক।

—স্ত্রী—

মলি	...	ভূপেনের কন্যা।

পৃথিবীর পাঠশালা

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

ভূপেনের বাড়ি।

[চুলের বিনুনী করিতে করিতে গাহিতেছিল মলি]

গীত।

মলি। আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই—তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া এ জগতে মোর আর কেহ নাই
কিছু নাই গো॥
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো॥
আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলিন
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস,
যদি আরো কারে ভালবাস—

যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুঃখ পাই গো॥

[বৃদ্ধ ধনপতি এলেন]

ধনপতি। হেঁ-হেঁ-হেঁ, তোর গলাটা বড্ড মিষ্টি মলি, মাষ্টার রেখে গান শিখতে পারলে ভালো নাম করতে পারতিস। সন্ধ্যা মুখার্জী না হলেও, গীতা মুখার্জীর মত—

মলি। বাবা বাড়ি নেই।

ধনপতি। হেঁ-হেঁ-হেঁ, জানি ভূপেন এই সময় বাড়ি থাকে না, সেকথা আমি জানি। একটু আগেই ভূপেন দশটা টাকা নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। ওই মোড়াটা দে, একটু বসি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল, হেঁ-হেঁ-হেঁ—

[অনিচ্ছা স্বত্বেও মোড়া এগিয়ে দেয় মলি]

মলি। জল আনতে যাবো ভাবছিলাম—

ধনপতি। আরে এক কলসী জল সন্ধ্যের পরেও পাবি। একটু বস, তোর সঙ্গে দুটো কথা বলি। বস না—আর একটা মোড়া নিয়ে আমার কাছে এসে বস। ভয় নেই, পাড়া সম্পর্কে আমি তোর দাদু হই, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মলি। মোড়া নেই আর।

ধনপতি। ও—তাহলে মেঝেতেই আমার পাশে এসে বস।

মলি। বসতে হবে না, কি বলবেন বলুন।

ধনপতি। আহা, আমি তো আর বাঘ ভালুক নই যে তোকে গিলে খাবো। বস না আমার পাশে। পাড়া সম্পর্কে তুই তো আমার নাতনি। এই দু-তিন বছর আগেও দাদু দাদু বলে গলা জড়িয়ে ধরতিস, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মলি। তখন ছোট ছিলাম—

ধনপতি। হেঁ-হেঁ-হেঁ, আজ বুঝি বড় হয়ে গেছিস? হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমার কাছে এখনো তুই সেই ছোটটি আছিস। তোকে আমার বরাবরই ভালো লাগতো, জানিস? কতদিন আদর করে তোর গালে আমি দাড়ি ঘষে দিয়েছি, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মলি। বাড়িতে আপনার কাজ নেই দাদু?

ধনপতি। কাজ—আমার আবার কি কাজ? কাজের মধ্যে গয়না-গাঁটি বন্ধক রাখা। সে যার খুশী খুঁজে খুঁজে আসবেই। মনটা বড় উদাস উদাস লাগে, বুঝলি দিদি, একা একা আর ভাল লাগে না। তুই দাঁড়িয়ে থাকবি দিদিভাই, তাহলে আমিও—

[ওঠবার চেষ্টা করে]

মলি। থাক থাক আপনাকে উঠতে হবে না, আমি বসছি। আমি বসলে যদি আপনি শান্তি পান—

[বেশ দূরত্ব বজায় রেখে বসে মলি]

ধনপতি। অত দূরে বসলি কেন, আমি কি ভিন জাত নাকি! হাঃ-হাঃ-হাঃ। ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলছিস—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[মোড়া নিয়ে মলির গা ঘেঁসে বসে]

মলি। না মানে—

ধনপতি। [মলির পিঠে হাত রাখে] তুই আমাকে বড্ড পর পর ভাবিস দিদিভাই। আমি তোকে জন্মাতে দেখলাম—দেখি তোর হাতটা দেখি—আঃ, দেখাবিতো হাতটা—

[হাত টেনে নিয়ে দেখতে থাকে]

মলি। দেখুন তো কবে আমার মরণ হবে।

ধনপতি। বালাই ষাট—মরবে তোর শত্তুর। তুই অনেক দিন বাঁচবি। আয়ু রেখাটা বেশ দীর্ঘ। তুই যার ঘরে যাবি, তার ঘর আলো করবি।

মলি। বাতি জ্বালাবার দরকার হবে না, হাঃ-হাঃ-হাঃ, তাই না দাদু? তেল খরচ বেঁচে যাবে ওদের, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ধনপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঠিক বলেছিস দিদিভাই ঠিক বলেছিস। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আলো জ্বালাবার দরকার হবে না। আঃ—তোর দেহটা কি ঠাণ্ডা দিদিভাই—

[কথাগুলো বলতে বলতে দুই হাতে বুকের মধ্যে টেনে নেয় মলিকে]

মলি। ছাড়ুন—

ধনপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আরে ছাড়বো না তো কি ধরে রাখবো তোকে। তোর দেহটা কিন্তু ভারী নরম। যে পাবে তার খুব সুখ হবে, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[গালে গাল রাখে]

মলি। ছেড়ে দিন— ছাড়ুন বলছি—ছাড়ুন অসভ্য, ইতর, ছোটলোক। ছাড়ো—ছেড়ে দাও বলছি—

[এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায় মলি,
হাঁপাতে থাকে]

ধনপতি। [উঠে] তা-তার মানে ?

মলি। মানেটা আমাকে জিজ্ঞাসা না করে আপনার কুৎসিত মনটাকে জিজ্ঞাসা করুন—উত্তরটা পেয়ে যাবেন।

ধনপতি। দেখ মলি—

মলি। লজ্জা করে না আপনার মুখ নেড়ে কথা বলতে! দাঁত পড়ে গেছে, মাথার চুল পেকে গেছে, কোন লজ্জায় আমাকে বুকের মধ্যে—

ধনপতি। তুই কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস—

মলি। বাড়াবাড়ি করছি আমি ? এইমাত্র আপনি যা করলেন—

ধনপতি। তোর মনে পাপ আছে বলেই খারাপ দিকটা ভাবছিস। ঠিক আছে, আসুক তোর বাপ। আমি জিজ্ঞেস করব তার কাছে, এই সব কথার অর্থ কি ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, আমি গণ্যমান্য মানুষ—

মলি। আপনি বেরিয়ে যান আমাদের বাড়ি থেকে।

ধনপতি। যাচ্ছি-যাচ্ছি, তবে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে যদি না পারি, আমার নাম ধনপতি সাহাই নয়। সতীপনা হচ্ছে, সতীপনা! পাড়ার ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে, তার আবার সতীপনা!

[চলে যায়।

মলি। চরিত্রহীন, লম্পট—বুড়ো হয়ে মরতে চললো তবু

স্বভাব দোষ গেল না? এর জন্য দায়ী হচ্ছে বাবা। বাবার আস্কারা পেয়েই লোকটা মাথায় চড়ে বসেছে। আসুক আজ বাড়িতে—

[চলে যায়।

[অপর দিক হইতে বাবলু আসে, হাতে একটা থলে। থলের মধ্যে এক কেজি চাল]

বাবলু। মলি—মলি—মল্লিকা—

[মলি আসে।

মলি। কি হোল বাবলুদা, ডাকছো কেন?

বাবলু। এই নাও চাল।

মলি। না।

বাবলু। নেবে না?

মলি। না।

বাবলু। দেখ মলি—

মলি। কেন রোজ রোজ তুমি চাল নিয়ে আসবে? যাদের সংসার তারা চিন্তা করবে না, তোমার কি দায় পড়েছে শুনি? নাকি হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছ তুমি?

বাবলু। কি যে বলো তার ঠিক নেই। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে জোগাড় খেটে পাই চার টাকা—তাও সব দিন কাজ থাকে না।

মলি। তাই যদি, তাহলে কেন পরের সংসারের বোঝা

বইবে তুমি? বাপ যা রোজগার করবে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে, ছেলেরা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে, তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের?

বাবলু। মাথা ব্যথা তোমার জন্য।

মলি। আমার জন্য?

বাবলু। উপোষ করে মানুষ কতদিন থাকতে পারে? আমি তো দেখছি, মাসের মধ্যে দশদিন তুমি উপোষ করে থাকো। মাঝে মাঝে আমি ভাবি মলি, আমার যদি টাকা থাকতো—

মলি। বাবলুদা!

বাবলু। ভগবানের বিচার নেই, জানো মলি? তাই গরীবের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, বাস্তবে রূপায়িত কোনদিন হয় না। আমি যদি একটা ছোট চাকরি পেতাম—

মলি। কি করতে চাকরি পেলে?

বাবলু। একটা বাসা ভাড়া করে—

মলি। থামলে কেন, বলো?

বাবলু। না থাক।

মলি। কেন, কল্পনার ছবি আঁকতে দোষ কি? পয়সা তো খরচ হচ্ছে না, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বাবলু। মলি!

মলি। দু-তিন বছর আগেও তোমার মত আমিও স্বপ্ন দেখতাম। একটি সাজানো গোছানো ছোট্ট সংসার। শিক্ষিত সচ্চরিত্র উদার স্বামী—সারাদিন খেটেখুটে সন্ধ্যাবেলায় সে বাড়িতে আসবে—

বাবলু। মলি!

মলি। আমি লাল পেড়ে শাড়ি পরে তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে যাবো। সে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বলবে, তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে—

বাবলু। মল্লিকা—

মলি। আজ কি ভাবছি জানো বাবলুদা? আজ ভাবছি, চাকুরে স্বামী প্রয়োজন নেই, কেউ যদি দয়া করে আমার কুমারী নামটা ঘুচিয়ে দেয় তাহলেই আমি ধন্য হয়ে যাবো, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বাবলু। মলি—

মলি। মনে মনে পাত্র আমি ঠিক করে রেখেছি, জানো? তোমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে যায় না, পাত্রটি কে? যমরাজ—যমরাজের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, হাঃ-হাঃ-হাঃ—হা-হা-হা—

[হাসতে হাসতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে]

বাবলু। তুমি বিশ্বাস কর মলি, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি—

মলি। করে যাও—চেষ্টা করে যাও বাবলুদা, একদিন না একদিন চেষ্টার সুফল তুমি পাবে। তবে আমাকে হয়ত সেদিন পাবে না। এরা আমাকে বাঁচতে দেবে না। আমার বাবা—আমার দাদারা—

[কান্নায় কণ্ঠ বুজে আসে]

[রতন আসে]

রতন। মলি, ভাত দে। তাড়াতাড়ি কর, অনেক জায়গায় যেতে হবে। কাল পূজো, এখনো আমাদের প্যাণ্ডেল বাঁধাই হয়নি। শালা এই শর্মা যে দিকে না যাবে, সেই দিকই অন্ধকার। কি হলো, দাঁড়িয়ে রইলি যে—

মলি। রান্না হয়নি।

রতন। হয়নি মানে? সন্ধ্যো সাতটায় তোর রান্না হয়নি? সারাদিন কি রাজকর্যটা করিস শুনি? কাজের মধ্যে তো দুটো রান্না, তাও যদি টাইম মতো করতে না পারিস—

মলি। চাল এনেছিস?

রতন। চাল—?

মলি। তোরা যদি না এনে দিস, কি রাঁধবো শুনি? নাকি আমি তোদের জন্য ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরোব?

রতন। বাজে কথা বলিস না লক্ষ্মীছাড়ি, এক ঘুঁষিতে নাক ভেঙ্গে দেব। চালের কথা আমাকে বলছিস যে বড়? আমি কি চাকরি করি? বাবাকে বলতে পারিস না?

মলি। আদি কাউকে বলবো না। এনে দিলে রান্না করবো, না আনলে হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবো। কারোর খোসামোদ করা আমার পোষাবে না।

[চলে যায়।

রতন। দেখলে—দেখলে বাবলু, শয়তানির মেজাজটা

দেখলে ? এখন যদি ধরে দু ঘা লাগিয়ে দিই, তোমরাই পাঁচজনে বলবে, সেয়ানা বোনটাকে ধরে মেরেছে।

বাবলু। তোমরা না এনে দিলে, ওই বা পাবে কোথায় রতনদা ?

রতন। কি মুশকিল—তুমি বুঝতে পারছ না, এই পূজোটা হচ্ছে আমাদের প্রেষ্টিজের লড়াই। একদিন আমরা সবাই ছিলাম সন্তান সংঘের সভ্য। গত বছর থেকে আমরা আলাদা হয়ে গেছি। আমরা ক্লাবের নাম দিয়েছি সুসন্তান সংঘ।

বাবলু। কিন্তু রতনদা—

রতন। লেট মী ফিনিস। এখন এই সন্তান এবং সুসন্তানে জোর লড়াই চলছে। ওদের চাঁদা উঠেছে হাজার টাকা। আমাদের দেড় হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ওরা পূজোতে এক খানা নাটক করছে, আমরা করছি দু খানা, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বাবলু। কিন্তু সংসার—

রতন। গুলি মারো সংসারের। আমরা ওদের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে চাই, ঝগড়া করে ওরা ভুল করেছে। বিসর্জনের দিন আমাদের ব্যাণ্ডপার্টি আসছে, ইমরান খাঁর সানাই আমাদের বিশেষ আকর্ষণ, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বাবলু। কিন্তু রতনদা—

রতন। একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের কথাবার্ত্তাও চলছে। আমাদের সেক্রেটারি বলছেন, আর শ'দুই টাকা যদি আমরা জোগাড় করে দিতে পারি, বাকি টাকা উনি দেবেন। মানবেন্দ্র

মুখার্জী হচ্ছে আমাদের সেক্রেটারীর বন্ধুর বড় সম্বন্ধীর মেয়ের ভাসুর।

বাবলু। ওসব—

রতন। না-না, আসবে—কথা যখন দিয়েছে তখন আসবেই। মানবেন্দ্র এলে সতীনাথকে পাচ্ছি, সতীনাথ এলে সন্ধ্যা আরতি আসবেই। এক চিন্তা শ্যামলকে নিয়ে। তবে লোক আমরা লাগিয়েছি। এমন লোক লাগিয়েছি—যার কথা শ্যামল মিত্র ঠেলতে পারবে না, হাঃ হাঃ-হাঃ।

বাবলু। কিন্তু—

রতন। এখন ভাবনা হচ্ছে এই দুশো টাকা নিয়ে। আজকের রাত্রের মধ্যে এই দুশো টাকা জোগাড় করতেই হবে। ডু অর ডাই। হয় জয়, না হয় মৃত্যু। আমরা অবশ্য একজনকে টার্গেট করেছি—

বাবলু। একটা কথা বলবো রতনদা?

রতন। বলো।

বাবলু। এই বারোয়ারী কালী পুজোর জন্য যেভাবে মাথা ঘামাচ্ছ, সেই ভাবে যদি সংসারের জন্য মাথা ঘামাতে, এত অভাব তোমাদের থাকতো না।

রতন। দেখ বাবলু—

বাবলু। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি না। দুভাই যদি রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে কাজ করতে, আটটা টাকা আসতো—

রতন। রাজমিস্ত্রির জোগাড় দিতে যাবো আমি? কথাটা বলতে তোমার জিভটা একটু আড়ষ্ট হোল না?

বাবলু। মানুষ অভাবে পড়লে—

রতন। শত অভাব থাকলেও আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। আমি বরং উপোস করে থাকবো, তবু ও ছোটলোকের কাজ আমি করতে পারব না।

[মলি এলো]

মলি। তা পারবে কেন, ঘরে এসে বোনের উপর তম্বি করতে পারবে !

রতন। দেখ মলি—

মলি। বাবার প্রেষ্টিজ আছে, তোমার প্রেষ্টিজ আছে, নেই কেবল আমার। আজ একমাস ধরে এই লোকটা প্রতিদিন বিকেলে এক কিলো করে চাল দিয়ে যায়। আর আমি ভিখারীর মত সেই চাল হাত পেতে নিই। ওর এই ঋণ শোধ করতে পারবে তোমরা ?

[কান্নায় কণ্ঠ বুজে আসে]

বাবলু। মলি—

রতন। তোমার থলেতে কি আছে বাবলু, চাল ?

বাবলু। হ্যাঁ।

রতন। নিশ্চয়ই আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিলে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ, এতক্ষণ বোকার মত হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ—বলবে তো ! এই নে মলি, তুই ভাত চড়িয়ে দে—আমি একবার প্যাণ্ডেলটা ঘুরে আসছি।

[বাবলুর হাত থেকে চালের থলি নিয়ে মলির হাতে দিয়ে চলে যাচ্ছিল]

মলি। দাদা—

রতন। তুই কিচ্ছু ভাবিস না—ভাত রেঁধে ফেল, আমি আলুর দম কিনে এনে খেয়ে নেব'খন। তোর আর আমার খাওয়া হলেই হোল। কথায় বলে—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[চলে যায়।

মলি। এর চেয়ে যদি আমি মরতে পারতাম, এদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেতাম। এই সংসারের জন্য মান সম্মান আর রইলো না।

বাবলু। কেন তুমি দুঃখ পাচ্ছ মলি? আমি স্বেচ্ছায় দিচ্ছি।

মলি। কেন দিচ্ছ—কেন দিচ্ছ তুমি? কি উদ্দেশ্য তোমার? নিজের পেটে ভাত নেই, ভদ্র একটা পোষাক নেই, কোন স্বার্থে তুমি অপরের সংসারে সাহায্য করছো? স্বার্থ না থাকলে—

বাবলু। স্বার্থ—

মলি। হ্যাঁ স্বার্থ, নিঃস্বার্থ মানুষ এই পৃথিবীতে একজনও নেই। তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল বাবলুদা। ভাবতাম, তুমি অন্তত স্বার্থের নেশায় মেতে উঠবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তুমিও—

[কণ্ঠ রুদ্ধ হয়]

বাবলু। তুমি বিশ্বাস কর মলি, নিঃস্বার্থ ভাবেই—

মলি। হে নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ, আমার বয়সটা যদি বাইশ না হয়ে বারো হোত, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করতাম। এই পৃথিবীর পাঠশালায় আমি আজ আসিনি, বাইশ বছর আগেই এসেছি। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না।

বাবলু। তুমি বলতে চাও—

মলি। আমার এই দেহটার উপরেই লোভ তোমার।

বাবলু। মলি!

মলি। বিবেকের ঘরে খিল দিয়ে তোমরা ভাবছো, মনের ঘরের মধ্যে কি কর্ম্মকাণ্ড চলছে কেউ দেখতে পাবে না। ভুল বাবলুদা, তোমাদের ধারণা ভুল। স্কুলের গণ্ডী পেরোতে না পারলেও, পৃথিবীর পাঠশালায় অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার—

[মদের নেশায় টলতে টলতে গান
গাইতে গাইতে নান্টু আসে]

নান্টু। বেশ করেছি—প্রেম করেছি—করবোই তো—রাধার মত মরতে হলে মরবো—এই যে সিষ্টার, হোটেল বন্ধ করে দিয়েছ নাকি বাওয়া? রাততো বেশী হয়নি। সবে কলির সন্ধ্যে—তুমি কে বাওয়া? কলির কেষ্ট? চুপি চুপি রাধার সঙ্গে মহব্বৎ করতে—

মলি। [ধমক দেয়] নান্টু!

নান্টু। ওরে ব্বাপ—এ যে মিলিটারী মেজাজ। তুই এমন

বেরসিক কেন মাইবি ? কেষ্ট এসেছে প্রেম করতে, তুই একটা ছেঁড়া শাড়ি পরে রয়েছিস ? বাওয়া কেষ্ট, তুমি কিছু মনে করো না বাওয়া, আমি একটু খেয়েছি।

[মাথাটা ঝুঁকে পড়ে]

বাবলু। ছি নাণ্টু ছি—

নাণ্টু। ছি কেন বাওয়া ? এ যুগে মদ কে না খায় ? কেউ খায় ধেনো কালী মার্কা, কেউ খায় বিলেতি, কেউ ক্ষমতার মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে, কেউ অর্থের নেশায় উন্মাদ, কেউ নামের নেশায়—

মলি। বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা কুলাঙ্গার, আমি তোর মুখ দর্শন করতে চাই না। ছি-ছি-ছি, এখনো গলা টিপলে দুধ বেরোয়, এই বয়সেই মদ খেয়ে এসেছে ! মর—মর, তুই মর হতভাগা—আমার হাড়ে একটু বাতাস লাগুক।

[কেঁদে ফেলে]

নাণ্টু। এরা কি পৃথিবীতে জ্ঞান দিতেই জন্মেছে ?

মলি। নাণ্টু !

নাণ্টু। দিদিরে—আমড়া গাছ লাগিয়ে তোরা কেনো যে আমের প্রত্যাশা করিস বুঝি না। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছি, বাবা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে টলতে টলতে বাড়িতে ঢুকেছে—

বাবলু। নাণ্টু !

নাণ্টু। জানো বাবলুদা, হঠাৎই আজ মোটা দান পেয়ে গেলাম, তাই সবাই মিলে একটু ফুর্ত্তিফার্ত্তা করেছি।

বাবলু। কোথায় পেলে মোটা টাকা?

নান্টু। আমি, ভ্যাবলা, ক্যাবলা, মণ্টে, উচ্চিংড়ে, সবাই মিলে রকে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। ভ্যাবলা বললে, আয় এক কাজ করি। কোন বড়লোক মাড়োয়ারীর গাড়ির তলায় চাপা পড়ি, মোটা টাকা পেয়ে যাবো।

বাবলু। নান্টু!

নান্টু। যেমন বলা তেমনি কাজ। এক মাড়োয়ারীর মেয়ে গাড়ি চড়ে স্কুলে যাচ্ছিল, উচ্চিংড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো গাড়ির তলায়—

বাবলু। মরে যায়নি তো?

নান্টু। আরে না-না—পড়বার কায়দা জানা চাই। উচ্চিংড়ে আরও দুবার পড়েছে, ও শুলুক সন্ধান জানে। ব্যস, পেয়ে গেলাম পাঁচশো টাকা। সেই টাকা দিয়ে মদ মাংস—আচ্ছা করে সাঁটালাম, হাঃ-হাঃ-হাঃ। শালা বাড়িতে শুকনো রুটি জোটে না—

মলি। বাবলুদা—বাবলুদা! তুমি এই নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারো? এখানের বাতাস বড় বিষাক্ত, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দয়া করে তুমি আমাকে বিয়ে করে কোথাও নিয়ে চলে যাও, নইলে একদিন আমি নির্ঘাৎ আত্মহত্যা করবো!

[কেঁদে ফেলে]

বাবলু। বিয়ে করে আমি তোমাকে খাওয়াব কি? দিন-মজুরী করে পাই চার টাকা, তাও সবদিন কাজ থাকে না।

আশা করি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না মলি, আমি একান্ত ভাবেই—

মলি। ভীরু, কাপুরুষ, অপদার্থ!

বাবলু। মলি!

মলি। নিজের সামর্থ নেই তো প্রেম করতে এসেছিলে কোন লজ্জায়? কেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমাকে ভাঁওতা দিয়ে এসেছ? তোমাদের মত অপদার্থ ক্লীবগুলোকে আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থানোদ্যতা]

বাবলু। মলি—

মলি। লজ্জা থাকলে এই বাড়িতে আর আসবে না। কি ভেবেছ তুমি? একটা কুমারী মনের দাম এক কিলো চাল? এক কিলো চাল দিয়ে তুমি আমাকে কিনতে এসেছ? যাও—গলায় দড়ি দাও, মেয়েরা এত সহজলভ্য নয়।

[চলে যায়।

বাবলু। মলি—মল্লিকা—

নান্টু। নাটক—বুঝলে বাবলুদা, দিদি নাটক করে গেল।

বাবলু। নান্টু!

নান্টু। দিদি বলে গেল মেয়েরা এত সহজলভ্য নয়। পৃথিবীর পাটশালায় ও পড়েনি। একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে বলো, পাঁঠার মাংস বার টাকা কিলো, আর নারী মাংস দু'টাকায় পাওয়া যায়, হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[চলে যায়।

বাবলু। অবুঝ—মলিটা একদম অবুঝ। আমার কি ইচ্ছে যায় না, ওকে বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতি। কিন্তু আমার যা রোজগার একার কোন মতে চলে যায়, বিয়ে করলে চলবে? আবার প্রতি বছরই তো একটি করে বাড়বে। না বাবা, ও ফাঁদে আমি পা দেব না।

[প্রস্থান।

[মলিকে ডাকতে ডাকতে নেশাগ্রস্থ ভূপেন আসে]

ভূপেন। মলি—মলি, মল্লিকা—যা ববাবা, ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? মলি—এই মলি—মলি—মরেছে হারামজাদি, নির্ঘাৎ মরেছে। তাড়াবো, সব কটাকে বাড়ি থেকে তাড়াবো। মলি—মল্লিকা—

[মলি এলো]

মলি। চেঁচাচ্ছ কেন, বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে?

ভূপেন। চোপা করবি না—চোপা কববি না হারামজাদি, জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবো। আমাকে ম্যাদামারা বাপ পাসনি, বাঘ—বুঝলি বাঘ। আমাদের বংশে কেউ মেয়েছেলের চোখ-রাঙানি সহ্য করেনি, আমিও করব না। ধনপতিবাবু এসেছিলো? চুপ করে আছিস কেন, ধনপতিবাবু এসেছিলো? দেব—দেব নাকি হারামজাদি—

মলি। হ্যাঁ।

ভূপেন। কি বলেছিস তাকে, বল কি বলেছিস?

মলি। কি বলেছি ?

ভূপেন। কিছু না বললে, সে কি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে ? তুই নাকি তাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছিস ? বল লক্ষ্মীছাড়ি, এত সাহস তোর হোল কি করে ? দায়ে অদায়ে আমি তার কাছে গিয়ে হাত পাতি, কেন তাকে তুই অপমান করবি ?

মলি। লোকটার স্বভাবচরিত্র ভালো নয়।

ভূপেন। বাজে কথা বলবি না—বাজে কথা বলবি না বলে দিলাম, জ্যোন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবো। ধনপতি সাহা এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী, সদাশয় ধার্মিক ব্যক্তি, তার নামে তুই বদনাম দিবি শয়তানি ? আমি মানুষ চিনি না বলতে চাস ?

মলি। দেখ বাবা—

ভূপেন। চোপ—মুখে মুখে জবাব দিবি না বলে দিলাম। কাল সকালে সে আসবে। তুই তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি।

মলি। না।

ভূপেন। মলি !

মলি। একটা লম্পট চরিত্রহীনের পায়ে ধরে ক্ষমা আমি চাইবো না। তার চেয়ে তুমি আমার গলা টিপে শেষ করে দাও, তবু ক্ষমা আমি—

ভূপেন। তোর বাপ চাইবে হারামজাদি।

মলি। বাবা !

ভূপেন। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়তে যাস কোন সাহসে ! তুই কি কচি খুকি, না তোর গায়ে হাত দিলে অঙ্গ

খসে যাবে। এক বছর এই বাড়ির ভাড়া দিইনি। আজ যদি ধনপতি আমাকে পথে বার করে দেয়, কোন উপায় থাকবে? তোরা সব জেনে-শুনেও আমাকে জব্দ করতে চাস—

মলি। বাবা!

ভূপেন। লোকটা যদি তোর গায়ে হাত দিয়ে সুখ পায়, দিক না হাত। তাতে তোর সোনার অঙ্গ পচে যাবে না। কথায় বলে, যে গরুটা দুধ দেয় তার লাথিটাও সহ্য করতে হয়।

মলি। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর বাবা—

ভূপেন। কি কাজ?

মলি। তু-তুমি—তু-তুমি আমাকে একটু বিষ এনে দাও, তোমাদের মুক্তি দিয়ে চলে যাই। আমি আর পারছি না বাবা —এই অপমানের বোঝা আর আমি বইতে পারছি না—পারছি না—পারছি না।

[কান্নায় ভেঙে পড়ে]

[স্যুট কোট পরিহিত অবিনাশ এলো]

অবিনাশ। আচ্ছা, এইটাই তো ভূপেন রায়--

ভূপেন। হ্যাঁ—কি দরকার বলুন?

অবিনাশ। ভালো আছেন কাকাবাবু?

[পদধূলি নেয়]

ভূপেন। থাক বাবা থাক, কিন্তু তোমাকে তো ঠিক—

অবিনাশ। বাঃ, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমার নাম অবিনাশ—অবিনাশ দত্ত, জিরাটে বাড়ি—

ভূপেন। অ—বি—নাশ—

অবিনাশ। চন্দ্রকান্ত দত্ত আমার বাবা।

ভূপেন। আই সি—চন্দ্রের ছেলে তুমি? কি আশ্চর্য্য, তুমি যে এতবড় হয়ে গেছ—হাঃ-হাঃ-হাঃ, এই এতটুকু দেখেছি তোমাকে—

অবিনাশ। বাঃ, চিরদিনই বুঝি ছোট থাকবো, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ভূপেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তা বটে—তা বটে। ওরে ও মলি, তোর অবিনাশদাকে বসতে দে। ওই দেখো—বোকার মত চেয়ে আছে। দে না মোড়াটা এগিয়ে—কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস না লক্ষ্মীছাড়ি—

[মলি মোড়া এগিয়ে দেয়]

অবিনাশ। থাক থাক, আপনাকে আর—

ভূপেন। ওকে তুমি আপনি বলছো কেন বাবা? তোমার চাইতে ও কত ছোট—

অবিনাশ। তাও তো বটে—তোমাকে আপনি বলার কোন মানেই হয় না। আমার ছোট বোনের চাইতেও তোমার বয়স কম, হাঃ-হাঃ-হাঃ। আমি তোমাকে তুমিই বলবো। অবশ্য তুমি যদি কিছু মনে না কর।

মলি। আমাকে আপনি তুমিই বলবেন।

অবিনাশ। ভেরী গুড—এবার অনেকটা ইজি হতে পারবো, না কি বলো? এই যাঃ, তোমার নামটা তো জানা হয়নি।

ভূপেন। ওর নাম মল্লিকা, আমরা মলি বলে ডাকি।

অবিনাশ। ও—আচ্ছা আচ্ছা—দেখতে-টেখতে তো বেশ সুন্দরী, বিয়ে দিচ্ছেন না কেন ?

[মলি ছেঁড়া কাপড় গায়ে টানে]

ভূপেন। বিয়ে তো আর মুখের কথায় হবে না বাবা। সমাজের বুক থেকে এই পণ প্রথাটা উঠে না গেলে আমাদের মত গরীবের বাঁচবার কোন পথ নেই, জানো ?

মলি। বাবা শোন—

[ভূপেন এগিয়ে এলে কানে কানে কি বলে মলি]

ভূপেন। বেশ তো ব্যবস্থা কর।

অবিনাশ। মলি কি বলছে কাকাবাবু ?

ভূপেন। না-না—বিশেষ কিছু না—

অবিনাশ। আমি বুঝতে পেরেছি। ওসব ঝামেলা কিন্তু করবেন না, আমি হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি।

মলি। বাজে কথা।

অবিনাশ। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, সত্যিই আমি খেয়ে এসেছি। একটা কথা কাকাবাবু, আমি কিন্তু আপনাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকবো। অবশ্য খাওয়া থাকা বাবদ—আমি খরচা দেব কাকাবাবু, আপনি যেন আবার অমত করবেন না।

ভূপেন। বিলক্ষণ—বিলক্ষণ—এতো তোমার নিজের বাড়ি। মলি মা, আমি একটু আসছি, তোর অবিনাশদার হাত মুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দে। ওর যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়। আমার বন্ধুর ছেলে, বুঝলি ? দেশের বাড়িতে ওদের

প্রচুর জমি জায়গা। অবিনাশ হচ্ছে হীরের টুকরো ছেলে—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

মলি। আপনি কি চাকরি নিয়ে—

অবিনাশ। হ্যাঁ—একটা বিদেশী ফার্মের আমি পাবলিসিটি অফিসার। সারা পৃথিবী জুড়ে এদের বিজনেস। কয়েকদিন তোমাদের কষ্ট দেব মলি, অবশ্য বাড়ি পেলেই আমি—

মলি। না-না, আমাদের কোন কষ্ট হবে না, অসুবিধে হবে আপনার। দেখছেন তো বাড়ি ঘরের অবস্থা। এরই মধ্যে থাকতে হয়। কত কষ্টে যে আছি, জানেন একমাত্র ভগবান।

[কণ্ঠ রুদ্ধ হয়]

অবিনাশ। [হাত ধরে] মলি।

[সিন]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রোয়াক।

[বসে গল্প করছিল নাণ্টু, পটকা ও নিমু]

পটকা। দে বিড়ি দে নাণ্টে, শালা বিড়ি না খেলে জটগুলো খোলে না।

নাণ্টু। খা শালা—বাপের মাল খেয়ে নে। নিমে খাবি একটা ? তুই তো আবার হোয়াইট ছাড়া খাসনে। আমার আবার হোয়াইটে নেশা হয় না। পানসে লাগে। খাবি একটা দেশী খাকি মাল ?

নিমু। দে ব্যাটা, বিনে পয়সায় বিষ পেলেও আমি খাই।

[তিনজনেই বিড়ি ধরায়]

পটকা। নাণ্টে !

নাণ্টু। উঁম ?

পটকা। আচ্ছা—তোর দিদির সঙ্গে লক্কা পায়রাটা কেরা্য ? বেশ কয়েকদিন ধরে ঘুরছে দেখছি। বেশ মালদার আসামী বলেই মনে হচ্ছে। মানে পোষাক-আশাক দেখে বড়লোক বলে মনে হচ্ছে।

নাণ্টু। হুঁম।

নিমু। তোর দিদিটা ওর সঙ্গে লটকে যাবে নাকি ?

নাণ্টু। কি জানি, ওসব খবর আমি রাখি না। বাড়ি যাই

—ছুটো খাই, ব্যস—বেরিয়ে পড়ি। আবার রাত্তিরে গিয়ে জোটে খাই, না জোটে জল খেয়ে শুয়ে পড়ি।

পটকা। আমরা ঠিক যেন যাযাবর। না ঘরকা—না ঘাটকা, হাঃ-হাঃ-হাঃ, তাই নারে নাণ্টে?

নাণ্টু। হুঁম্।

নিমু। তোর আজ কি হয়েছে রে শালা? খালি হুঁম হাঁ বলে কাটিয়ে দিচ্ছিস? কি হয়েছে নাণ্টে?

নাণ্টু। মনটা ভালো নেই জানিস।

নিমু। কেন?

নাণ্টু। মন্টিটা চলে যাচ্ছে।

পটকা। মন্টি?

নিমু। তোর বুদ্ধি এজন্মেও হবে না পটকা। মন্টিকে চিনিস না? রাজেনবাবুর মেয়ে মন্টি। মানে নাণ্টেদের বাড়ির লাগোয়া পিছনের বাড়িটা। তিন বোন একসঙ্গে বেড়াতে বেরোয়—

পটকা। বলিস কিরে শালা—বেশ ভাল মাল পটিয়েছিলি তো! মন্টির বাবা বেশ মালদার লোক। প্রতি বছর দুর্গো-পূজোয় কুড়ি টাকা করে চাঁদা দেয়। মন্টির কি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে?

নাণ্টু। হুঁম্।

পটকা। তুই কিরাা নাণ্টে? মন্টি গেলতো কি হলো, ওরকম কত মন্টি পাবি। ওর জন্য তুই মন খারাপ করিস না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেব। পয়সা খরচ করতে পারলে মেয়ের অভাব?

নাণ্টু। মন্টির পেছনে আমার একটা পয়সাও খরচ হয়নি জানিস? বরং আমি ওর পয়সায় মাঝে মাঝে সিনেমা দেখেছি—তাছাড়া হেভী ভালবাসত আমাকে। ওর ভালবাসা—আমি জীবনে ভুলতে পারব না বুঝলি?

পটকা। কি বললি বাওয়া, ভালবাসা, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নাণ্টু। পটকা—

পটকা। মেয়েদের ভালবাসায় যে বিশ্বাস করে সে একটা গাধা। সুধাকে মনে আছে তোর? বিপিন সেনের মেয়ে সুধা—কতদিন আমার বুকে মাথা রেখে বলেছে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে দিলে আমি বিষ খাবো, নয় তো গলায় দড়ি দিয়ে শেষ করে দেব এই জীবন—

নাণ্টু। কিন্তু—

পটকা। সেই সুধার বিয়ে হলো, আমি শালা বাসরঘরে উঁকি মেরে দেখি, নতুন বরের বুকে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমুচ্ছে বিপিন সেনের আহ্লাদি মেয়ে সুধা সেন। ইচ্ছে হচ্ছিল, বোমা মেরে দুটোকেই একসঙ্গে শেষ করে দিই।

নিমু। ধুর শালা—

নাণ্টু। কি হলো?

নিমু। কি ফালতু বিড়ি দিয়েছিস, নিভে গেলো শালা—পয়সা দিয়ে কিনেছিস, না কুড়িয়ে এনেছিস?

নাণ্টু। বিড়ি টানবার কায়দা জানা চাই, বুঝলি? নে আবার ধরা—

নিমু। না বিড়ি আর খাব না, নে সিগারেট খা। বিড়ি ভদ্দর লোকে খায়? বাবার পকেট গ্যাঁড়া মেরে—

[তিনজনে সিগারেট ধরায়, প্রবেশ করে নগেন দাস]

নগেন। এই যে পটকা, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

[তিনজনেই নির্দ্বিধায় সিগারেট টানে]

পটকা। বলুন?

নগেন। ইয়ে হয়েছে, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

পটকা। বউনি করুন।

নগেন। বউনি?

পটকা। হ্যাঁ।

নগেন। কিন্তু কাজের আগেই টাকা দিতে হবে?

পটকা। যে কাজের যা রেওয়াজ স্যার।

নগেন। বেশ—এই নাও দশ টাকা।

পটকা। এবার বলুন।

[টাকা পকেটে রাখে]

নগেন। ইয়ে হয়েছে, ওই ব্যাটা ধনপতি সাহার ঠ্যাং দুটো তোমরা ভেঙ্গে দিতে পারবে?

পটকা। চল নাণ্টে, শালা ধনাকে ধোলাই দিয়ে আসি। চল নিমে—

[তিনজনেই উঠে দাঁড়ায়]

নগেন। ওকি—চললে কোথায় তোমরা ?

পটকা। এই যে বললেন, ধনপতিকে—

নগেন। আহা—সবটা আগে শোন—তারপর কখন কিভাবে ব্যাটাকে শায়েস্তা করতে হবে বলে দিচ্ছি। কিছু না জেনে-শুনে কাজ করলে পরে সামলাতে পারবে না।

পটকা। বলুন ;

নগেন। আমি একজায়গায় যাই, বুঝলে ? মানে সেটা আমার বাড়িও বলতে পারো। অথচ ওই শালা ধনা—মানে ধনপতি সাহা সেখানে টোপ ফেলছে। দালাল লাগিয়েছে মেয়েটিকে বাগাবার জন্য।

[তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে]

পটকা। জায়গাটা কি পতিতা পল্লী ?

নগেন। না-না-না—আমরা ভদ্রলোক, পতিতা পল্লীতে যাবো কেন ? একটা বস্তি—বুঝলে ? পরিবারটি খুবই দুস্থ। ওদের আমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি। অথচ ধনপতি—আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চাইছে। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা ?

পটকা। আপনি এখন কি চাইছেন বলুন ?

নগেন। আমি বলি কি, সন্ধ্যের পর ধনপতি বাজার থেকে ফেরে। রাতের অন্ধকারে ওর আগা-পাস্তালা বেশ গুছিয়ে যদি ধোলাই দিয়ে দাও, খুব ভাল হয়।

নান্টু। কিন্তু পুলিশ—

নগেন। আহা সেই জন্যই তো ধোলাইটা অন্ধকারে দিতে

বলছি। সাপও মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না। মারের চোটে যেন শালা বাপের নাম ভুলে যায়।

পটকা। দুশো টাকা দিন।

নগেন। কি বলছো পটকা?

পটকা। এর কমে হবে না স্যার। কিরে তোরা কি বলিস? এর কমে হয়?

নিমু। মাথা খারাপ। দুশো টাকাই কম বলেছিস।

নগেন। বেশ, দুশোই দেব—তবে বেশ গুছিয়ে মারটা দিতে হবে। মাস দুই যেন বিছানায় শুয়ে থাকে। জীবনে আর যেন কোনদিন আমার পেছনে লাগবার সাহস না পায়।

নাণ্টু। সে আপনাকে বলতে হবে না স্যার, আমরা কাঁচা কাজ করিনা, বুঝলেন? আপনি টাকাটা দিয়ে বাড়িতে গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোন, আজ রাত্তিরেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

নগেন। [একটা খাম দেয়] এই নাও পটকা। কাজ ভাল না হলে, আমার টাকা কিন্তু ফেরৎ দিতে হবে। বেশ গুছিয়ে, বুঝলে? হারামজাদা যেন ছ'মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

[চলে যায়।

পটকা। চল, বসন্ত কেবিন থেকে কিছু সাঁটিয়ে আসি। শালা পেট ভরে আজ মুরগীর মাংস সাঁটাব, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নাণ্টু। বসন্ত কেবিন নয়, পাঞ্জাবী হোটেলে চল। মাল মাংস দুটোই পাওয়া যাবে।

নিমু। শালা বুড়ো ভামের ব্যাপারটা দেখলিরা? বস্তিতে

রক্ষিতা রেখেছে। আবার ওই ব্যাটাই সভাসমিতিতে জ্ঞান দেয়। এই তো গত পরশুদিন, বিবেকানন্দ জন্মোৎসবের সভাপতি হয়েছিল। ইনিয়ে বিনিয়ে চরিত্তির সম্বন্ধে কত কথা বললে। শালা—

নান্টু। তাই নাকি?

নিমু। হ্যাঁ। ভাষণ দিতে উঠে বললে, আমার তরুণ বন্ধুরা, তোমরা স্বামীজীর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে—হাঃ-হাঃ-হাঃ, শালা ভাম। লম্পটের মুখে উপদেশ—

পটকা। দুঃখ আর কিছু নয় রে নান্টে, দুঃখটা কোথায় জানিস? এই সব চরিত্রহীন লম্পটরাই সমাজের মধ্যমণি। প্রচুর অর্থ আছে, তাই এদের সমাজকে জ্ঞান দেবার অধিকারও আছে।

[ধনপতি আসে]

ধনপতি। এই যে বাবারা, আমি তোমাদেরই খুঁজছিলাম। ভোটের সময় তোমরা আমাকে সাহায্য করেছ, দায়ে অদায়ে আমি তোমাদের দেখছি, দেখছি কিনা বলো?

পটকা। হুঁম্।

ধনপতি। আমি চাই—ওই দোতলা লালবাড়ির বুড়ো হারামজাদাকে তোমরা একটু শায়েস্তা করে দাও। আমি তোমাদের ক্লাবে হাজার টাকা চাঁদা দেব। শালা লম্পট চরিত্রহীন—সমাজের মধ্যমণি হয়েছে শালা। জুতিয়ে শায়েস্তা করে দেব না।

নান্টু। আপনি কি নগেনবাবুর কথা বলছেন?

ধনপতি। নগেন—বাবু? ও শালা আবার বাবু হলো কবে? যুদ্ধের বাজারে চুরি-চামারি করে কিছু টাকা জমিয়েছে—নইলে ওর ছিলটা কি? আমি নিজের চোখে ওকে আলু বিক্রি করতে দেখেছি। মাথায় করে বস্তা বইতে দেখেছি—

পটকা। ব্যাপারটা কি দাদু? উনিও দেখছি আপনার উপর হাড়ে-হাড়ে চটা—

ধনপতি। চটা? ওর চটানি আমি ইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। শালা শূয়ার কি বাচ্চা। আমার পোষা পায়রা ছিনিয়ে নেবে ব্যাটা? পেঁদিয়ে বৃন্দাবন পাঠাব না। আমার পায়রা—

নিমু। পায়রা? আপনার পায়রা—

ধনপতি। হ্যাঁ ভাই, বেশ নধরকান্তি একটা পায়রা আমি পুষেছিলাম। মাস খানেক আমি বাড়িতে ছিলাম না। এসে দেখি পায়রাটা চুরি করে নিয়ে গেছে। ওকে আমি সহজে ছাড়বো না। লাগে পাঁচ হাজার খরচ করবো, তবু চোরকে আমি শিক্ষা দেবই।

পটকা। হাজার টাকা দিলে—

ধনপতি। দেব—নিশ্চয়ই দেব। মার-দাঙ্গা করে তোমরা আমাকে ভোটে জিতিয়ে ছিলে, এবার যদি আমার পায়রাটা এনে দিতে পারো, আমি তোমাদের খুশী করে দেব। সন্ধ্যের পরে এস, ব্যবস্থা করে দেব। শালাকে আমি সহজে ছাড়ব না।

[চলে যায়।

নিমু। ব্যাপার কিরে পটকা? নগেনবাবু বললে একটা মেয়ে—ধনপতি বলছে পায়রা—

পটকা। ওরে শালা বুদ্ধু—মাদি পায়রা, হাঃ-হাঃ-হাঃ। সমাজের এই মানুষগুলোকে চিনে রাখ, ভবিষ্যতে কাজ দেবে। আমরা গাছেরও খাবো, তলারও কুড়বো, হাঃ-হাঃ-হাঃ। চল—

[সকলে চলে যায়।

[অবিনাশ ও মলি এলো]

অবিনাশ। এই সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি গিয়ে করবেটা কি? বসো এই রোয়াকটায়।

[নিজে বসে হাত ধরে পাশে বসায় মলিকে]

মলি। আমার ছোট ভাইটা এই রকে বসে রাত একটা পর্য্যন্ত আড্ডা দেয়। একটা বিরাট অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা। চিড়িয়াখানার পশুদের মত—

অবিনাশ। ওসব কথা বাদ দাওতো। আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনো পাইনি। কি হলো মলি, চুপ করে রইলে যে? আমার প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না, একটা কিছু বলো?

মলি। কি বলবো বলতো?

অবিনাশ। যা খুশী—ইয়েস অর নো।

মলি। আমার বড় ভয় করছে অবিনাশদা!

অবিনাশ। ভয়—?

মলি। আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না, জানো? তোমার আচার-ব্যবহার চাল-চলন, কিছুই যেন স্বাভাবিক নয়। প্রায় পনের কুড়ি দিন তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছ। তুমি আসবার পর বাবা যেন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

অবিনাশ। স্বাভাবিক।

মলি। কিন্তু—

অবিনাশ। সংসারের ভাবনা কাকাবাবুকে ভাবতে হচ্ছে না, সবটাইতো আমি দিচ্ছি এবং দেব।

মলি। কেন দিচ্ছ?

অবিনাশ। কেন মানে?

মলি। না—কোন স্বার্থ না থাকলে তুমিই বা দেবে কেন? পয়সা তো আর খোলামকুচি নয়।

অবিনাশ। [দুই হাতে মলিকে জড়াইয়া] হাঃ-হাঃ হাঃ, স্বার্থ আছে মলি, স্বার্থ আছে বলেই তোমাদের সংসারে আমি টাকা দিচ্ছি। সে স্বার্থ কি জানো? তোমার মত একটি অমূল্য রত্ন সামান্য মূল্য দিয়ে কিনতে চাইছি।

মলি। ছাড়ো—

অবিনাশ। রাগ করলে?

মলি। না—রকবাজ ছেলেগুলো দেখে ফেললে পথে-ঘাটে টিটকারি মারবে। আমি চাই না—

অবিনাশ। [ছেড়ে দেয়] এই কাপড়টাতে তোমাকে দারুণ মানিয়েছে কিন্তু, চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। আমি যদি কবি হতাম—

মলি। এটাতো তোমারই করুণার দান।

অবিনাশ। মলি!

মলি। এটা পরে আমি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না। বাড়িতে গিয়ে আমার সেই ছেঁড়া শাড়িটা যতক্ষণ না পরতে পারবো— আমার দেহটা অশুচি মনে হচ্ছে।

অবিনাশ। কি বলছো পাগলের মত?

মলি। এমন শাড়ি আমি জীবনে পরা দূরে থাক, হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখিনি। বারবার আমার মনে হচ্ছে, দেহটা বুঝি আমার অশুচি হয়ে গেল। এই শাড়ির পাকে পাকে তুমি যেন আমার দেহটাকে জড়িয়ে ধরেছ—এ থেকে আমার মুক্তি নেই—অব্যাহতি নেই—

অবিনাশ। মলি!

মলি। আ-আমার শরীরটা কেমন করছে অবিনাশদা, ইচ্ছে হয় গলা ছেড়ে কেঁদে উঠি। কিন্তু কাঁদতেও আমি পারছি না—

অবিনাশ। বোস, অমি ঐ দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে আসি। পকেটে একটাও সিগারেট নেই—

মলি। এই অন্ধকারে আমি একা—

অবিনাশ। ভয় কি, এই চারটে বাড়ির পরেই তো তোমাদের বস্তি। আমি বেশী দেরী করব না, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবো।

[চলে যাচ্ছিল]

মলি। মদ খেতে যাচ্ছ?

অবিনাশ। ম—হাঃ-হাঃ-হাঃ, কেন লজ্জা দিচ্ছ মলি? হ্যাঁ

মদ আমি খাই, কিন্তু মাতাল হই না। তুমি বোস আমি আসছি। বেশীক্ষণ তোমাকে বসাবো না—

[চলে যায়।

মলি। পৃথিবীর পাঠশালায় এখনো আমার অনেক কিছু শেখবার আছে। শিক্ষিত সুদর্শন তরুণ, অথচ মদ না হলে তার চলে না। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়। বাবারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু আমি যে মন থেকে সাড়া পাচ্ছি না।

[ছেঁড়া পাজামা পরনে চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় বাবলু]

বাবলু। মলি—

মলি। কে? ও—তুমি?

বাবলু। অবিনাশবাবু চলে গেলেন?

মলি। কেন?

বাবলু। না এমনিই জিজ্ঞাসা করছি। ওর ভয়ে আমি তোমাদের বাড়িতে যাই না জানো? বড়লোকের ছেলে—লেখা-পড়াও অনেক জানে। কাকাবাবুর কাছে শুনলাম, উনি নাকি তোমাকে বিয়ে করতে চান। মানে অবিনাশবাবু নাকি—

মলি। বাবা বলেছে বুঝি?

বাবলু। হ্যাঁ, কালই বললেন।

মলি। আমি তো বেহাত হয়ে যাচ্ছি, তুমি তোমার পাওনা গণ্ডা আদায় করে নিচ্ছ না কেন?

বাবলু। আমার পাওনা?

মলি। পাওনা নেই তোমার? একটা বছর ধরে প্রতিদিন এক কিলো করে চাল দিয়েছ—সে টাকা ছেড়ে দিচ্ছ কেন? ভূপেন রায়ের গলায় গামছা দিয়ে—সে টাকা আদায় করে নাও, টাকা না দিলে অপমান কর কুৎসিত ভাষায়—

বাবলু। না-না—সে আমি—

মলি। ভীরু—কাপুরুষ—অপদার্থ। নিজের দাবীর কথাটাও তুমি উচ্চকণ্ঠে বলতে পারছো না? মেয়ের লোভ দেখিয়েই তো ভূপেন রায় এতদিন তোমার দেওয়া ভিক্ষে মাথায় পেতে নিয়েছে। সে কথাটা তুমি মেরুদণ্ড সোজা করে বলতে পাচ্ছ না?

বাবলু। না—মানে—

মলি। দূর হয়ে যাও—দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। তোমার মত ক্লীব অপদার্থকে আমি ঘৃণা করি—ঘৃণা করি। এখনো তুমি দাঁড়িয়ে আছ কাপুরুষ? তুমি কি চাও, আমি তোমাকে—

[উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে মলি]

বাবলু। তোমার উত্তেজনার কারণ আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর মলি, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে ভালবাসতাম। আমি ভগবানের দিব্যি করে বলছি, তোমাকে আমি—

মলি। আমি জানতে চাই তুমি যাবে কি না—

[কান্নায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়]

বাবলু। আমি চলে যাচ্ছি—তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে।

[চলে যায়।

মলি। মেরুদণ্ডহীন একটা অপদার্থকে আমার কুমারী মনের সমস্ত সুষমা দিয়ে ভালবেসেছিলাম। আমার প্রথম প্রেম— আমার প্রথম ভালবাসা—হাঃ-হাঃ-হাঃ -হা-হা-হা—

[দুই হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে। অন্ধকার রোয়াকে বসে থাকে। আসে ভূপেন ও রাধেশ্যাম ঢোলাকিয়া]

রাধে। হাপনি কুছু ভাববেন না ভূপিনবাবু, হাপনার লেড়কী হামার কাছে খুব ভালো থাকবে। কিতনে বাঙ্গালী লেড়কীয়া হামারা কারখানামে কাম করতি হ্যায়—আপ দেখবেন তো তাজ্জব বনে যাবেন। দেশমে গরীব আদমী বহুৎ হ্যায়—

ভূপেন। [জড়িত কণ্ঠে] হেঁ-হেঁ, আপনি কিছু মনে করবেন না ঢোলকবাবু—

রাধে। ঢোলক নেহি—মেরা নাম হ্যায় রাধেশ্যাম ঢোলাকিয়া। ইয়াদ রাখবেন, সমঝা? রাধেশ্যাম ঢোলাকিয়া। আপনার লেড়কীকে হামি দেখেছে। বিজলী য্যায়সী। দুশো রুপাইয়া তংখা হোগা উনকো। ম্যায় উসকে লিয়ে আলাহিদা বন্দ্‌বস্ত্‌ কর দেগা ভূপিনবাবু—

[রতন আসে]

রতন। নমস্কার শেঠজী। আমাকে একটা কাজ দিন না আপনার কারখানায়। দেবেন?

রাধে। কৌন হো তুম?

ভুপেন। হেঁ-হেঁ, আমার ছেলে—মানে বড় ছেলে। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে। বেকার—কাজ-কম্ম কিছু করে না।

রাধে। আচ্ছা—দেখো ভাইয়া, আভি তো নৌকরি খালি নেহি হ্যায়—হোনেসে তুমকো জরুর দেগা। আরে তুম তো হামারা আপনা আদমী আছে—

রতন। খালি নেই তো মলিকে চাকরি দেবেন কি করে?

রাধে। উসকো বাত ছোড় দোঁ। উসকে লিয়ে ম্যায় জানভী দে সকতা হুঁ—

রতন। কি বললেন?।

রাধে। নেহি—তুমহারা বাপ মেরেকো বোলা, উসি লিয়ে ম্যায়নে জবান দে দিয়া। কালই ভেজ দিজিয়েগা ভুপিনবাবু—আইন্দা নৌকরি মিলনা বহুৎ মুশকিল হ্যায়। জমানা বহুৎ নাজুক আছে।

[চলে যাচ্ছিল]

ভুপেন। মাইনেটা—

রাধে। কই বাত নেহি—ওর পঁচাশ রুপাইয়া বেশী দেবো। মগর কামপর জরুর ভেজনা। হামারা নাম ইয়াদ রাখিয়েগা—রাধেশ্যাম ঢোলাকিয়া। নাম বলনেসে কইভি দেখা দেগা। রাম রাম, আব ম্যায় যাতা হুঁ ভুপিনবাবু, জরুর ভেজনা লেড়কীকো।

[চলে যায়।

ভুপেন। সকলি তোমারি ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,

তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা—লোকে বলে করি আমি। সকলি তোমারই ইচ্ছা—

[গাইতে গাইতে চলে যায়।

মলি। দাদা—

রতন। কে? কে ওখানে?

মলি। আমি দাদা—

রতন। মলি—তুই এতরাত্রে অন্ধকারে একা একা বসে আছিস?

মলি। বসে বসে শতাব্দীর মৃত্যু দেখছিলাম।

রতন। শতাব্দীর মৃত্যু?

মলি। হ্যাঁ বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের মৃত্যু। বাবারা কন্যাদের ধর্ষণ করতে পাঠাচ্ছে, যৌবন দিয়ে কুড়িয়ে আনছে মুঠো মুঠো টাকা। বিবেকের ঘরে চাবি বন্ধ করে বাবা-দাদারা সেই টাকায় দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখার আকুল প্রয়াস পাচ্ছে—বিবেক মনুষ্যত্ব টাকার দেয়ালে মাথা খুঁড়ছে—

রতন। মলি—

মলি। স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, ভালবাসা মাথা খুঁড়ছে ব্যভিচারের দেয়ালে, স্নেহ মমতা কেঁদে কেঁদে বলছে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা—অন্য কোনখানে, হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[উন্মাদের মত হাসতে থাকে]

রতন। বন্ধ কর—তোর হাসি বন্ধ কর মলি—

মলি। কেন দাদা, তুমিও আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে

হাসতে পার না? পাশের ঘরে বোনের যৌবন বিক্রি হচ্ছে, অথচ সেই টাকায় ভরপেট মাছ ভাত খেয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছ তোমরা।

রতন। মলি!

মলি। তখন যদি একটা দিনও নিশুতি রাতের বুকে কান পাততে দাদা, শুনতে পেতে পৃথিবীর বুক চিরে বেরিয়ে আসছে কুমারী মনের আকুল কান্না। কিন্তু সে অবসর তোমাদের ছিলো না। তোমরা চেয়েছিলে, যেন তেন প্রকারেণ এই পশুর জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে। এর নাম কি বাঁচা দাদা, এর নাম কি জীবন?

রতন। অবিনাশদা—

[পুলিশ অফিসার অরিন্দম এলেন]

অরিন্দম। হ্যাঁ অবিনাশ দত্ত, চেনেন আপনারা?

রতন। হ্যাঁ - না—মানে—

অরিন্দম। লোকটা বর্ণ ক্রিমিনাল। বাপ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন লোককে চিট করে অনেক টাকা মেরেছে লোকটা। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেলাম, আপনাদের ওই পাশের বস্তিটায় ভূপেন রায়ের বাড়িতে নাকি আছে লোকটা।

মলি। পাখী হাওয়া অফিসার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অরিন্দম। হাওয়া—মানে পালিয়ে গেছে?

মলি। শুধু পালিয়ে যায়নি, সেই সঙ্গে নিয়ে গেছে বিশ্বাস,

মনুষ্যত্ব, মানবিক মূল্যবোধ। পৃথিবীর পাঠশালায় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে আমার। অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে একদিন আমি নতুন করে জন্ম নেব, হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রতন। মলি।

মলি। দাদারে—তোরা বলিস দেশের অগ্রগতি হয়েছে। এই কি সেই অগ্রগতির নমুনা? হাজার হাজার মানুষরূপী কৃমিকীট সমাজের দেহটাকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে অবিশ্বাসের ঘুণ পোকা, মানবাত্মা চিৎকার করে বলছে আমাকে বাঁচতে দাও—আমাকে বাঁচতে দাও—

অরিন্দম।
রতন। } বাঁচতে দাও—

মলি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ হাঃ-হাঃ, দেবে না—বাঁচতে তোমাদের দেবে না। সমস্যার সাঁড়াশিটা তোমাদের গলায় চেপে বসে গেছে। নরক থেকে হাতছানি দিচ্ছে প্রেত পিশাচের দল। ধনী নামক এক শ্রেণীর নেকড়ে দরিদ্র হরিণ শিশুগুলোর দিকে থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে। রক্ষা নেই—রক্ষা নেই, হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ। এই পৃথিবীর পাঠশালার শিক্ষকগুলো অসহায় ভাবে পড়ুয়াদের মৃত্যু দেখছে।

[উন্মাদের মত হাসতে থাকে]

পর্দা নেমে আসে]

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

[রাধেশ্যাম ঢোলাকিয়া ও ভূপেন আসে]

রাধে। মেয়েকে হাপনি ভেজলেন না কেনো? কাল হামি দিনভর ইন্তেজার করছিল, ভাবলাম আভি আসবে। লেকিন—এলো না। বেকার হাম বসে থাকলো।

ভূপেন। হারামজাদী এমন বজ্জাৎ হয়েছে না, কি বলবো আপনাকে। আমার এক বন্ধুর ছেলে একখানা দামী শাড়ি কিনে দিয়েছিল, শাড়ীটা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেললে?

রাধে। কাঁহে?

ভূপেন। কি জানি—কি ছাই আবোল-তাবোল বকে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। মেয়েটা হয়েছে বংশ ছাড়া—সব সময় হেঁয়ালী ভরা কথা বলে। আমার মনে হয় কি জানেন, ওর মাথাটায় বোধহয় গণ্ডগোল হয়ে গেছে। মানে মাথাটা ওর খারাপ হয়ে গেছে।

রাধে। গোণ্ডগোল কেনো হোবে না। বয়স হয়ে গেলো। হাপনি ওর সাদি দিতে পারলেন না।

ভূপেন। পাগল হয়েছেন আপনি? ওর বিয়ে দিয়ে উপোস করে মরবো নাকি? যা হোক করে ওই মেয়েই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

রাধে। লেকিন ভূপিনবাবু—

ভূপেন। আরে মশাই, কোন শালা আমাকে এক পয়সা ধার দেয় না। অথচ আমার মলি হাসিমুখে যার কাছেই গিয়ে দাঁড়াক, কেউ ওকে বিমুখ করে না। কিছু না কিছু দেবেই। সেই মেয়েকে আমি পরের ঘরে পাঠাতে পারি? আপনিই বলুন, পারি পাঠাতে?

রাধে। আপনি নৌকরি কোরবেন?

ভূপেন। দেখুন ঢোলকবাবু—

রাধে। ঢোলক মেহিন্সী—ঢোলাকিয়া—ইয়ানে রাধেশ্যাম ঢোলাকিয়া। আপ হামশাই বোলতে হেঁ, ঢোলকবাবু ঢোলক-বাবু—

ভূপেন। হেঁ-হেঁ, ঢোলক আর ঢোলাকিয়া একই কথা হোল। দেখুন এই বয়সে আর পরের গোলামী করবার ইচ্ছে নেই। মেয়েকে আমি ভজিয়ে-ভাজিয়ে আপনার কাছে পাঠাব। ইয়ং বয়সের মেয়ে, ওরা খাটতে পারে—

রাধে। কব ভেজেঙ্গে?

ভূপেন। আজ-কালের মধ্যেই আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো। বড় কষ্টে আছি জানেন? অবিনাশটা ছিলো, একবেলা মাছ, একবেলা মাংস হোত। ও আজ এক হপ্তা হোল চলে গেছে। মাছ দূরে থাক, নুন ভাতও জুটছে না। কাল রাত্রে কিছুই খাইনি, জানেন? সকালে ধারে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়েছি। বাড়িতে গিয়ে কি খাবো—

রাধে। রূপাইয়া দরকার?

ভূপেন। আজ্ঞে গোটাকুড়ি টাকা হলে রেশনটা তুলতে

পারতাম। দিয়ে দেব বুঝলেন, এক হপ্তার মধ্যেই টাকাটা আমি দিয়ে দেব। শালা—ছ মাস হোল তিন হাজার টাকার বিল সাবমিট করেছি, আজ পর্য্যন্ত টাকাটা পেলাম না?

রাধে। বিল?

ভূপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি ধর কোম্পানীর সাব কণ্ট্রাক্টর, আপনি জানেন না? সব জায়গায় ঘুষ—ইচ এ্যাণ্ড এ্যাভরি বডি জোচ্চোর। তিন হাজার টাকার বিল পাশ করতে ঘুষ চায় দুশো টাকা। আমি সাফ বলে দিয়েছি, ও সব ঘুষ-টুসের মধ্যে আমি নেই। হকের টাকা পাবো, ঘুষ কেন দিতে যাবো বলুন?

রাধে। এই লিজিয়ে বিশ রুপাইয়া—কাল লেড়কীকো কামপর ভেজ দেনা, সমঝা? কুছু অসুবিধা হোবেনা—

[হাতপেতে টাকা নেয় ভূপেন]

ভূপেন। কাল যদি নাও পারি, পরশু নির্ঘাৎ নিয়ে যাবো। আপনার এই মহত্ত্বের কথা জীবনে আমি ভুলবো না ঢোলকবাবু—থুড়ি ঢোলাকিয়াবাবু। বাঙ্গালী জাতটাই হচ্ছে পরশ্রীকাতর, বুঝলেন? আমি করে খাচ্ছি, প্রতিবেশীদের সহ্য হচ্ছে না। তারা খুঁজছে, কি করে আমাকে বাঁশটি দেবে।

রাধে। লেকিন ভূপিনবাবু—

ভূপেন। আপনাদের মধ্যে ও সব নেহি থাকা। নইলে লোটা কম্বল সম্বল করে আসা, দু বছরের মধ্যেই বাড়ি গাড়ি করে ফেলতা। বাঙ্গালীরা পারবে? আসলে বাঙ্গালী জাতটাই হচ্ছে বেইমান নেমকহারাম।

রাধে। হাম যাচ্ছে—আপনি জরুর আসবেন। হারে মোশাই, আজকাল নৌকরি মিলনা কোত মুশকিল। আর হামি আপনাকে নৌকরি লিয়ে খুসামোদ কোরছে। নেই যাবেন তো হামারা কুছ নেহি হোগা, আখেরে আপনি পোস্তাবেন।

[চলে যায়।

ভূপেন। যাক—সকাল বেলাতেই এক ব্যাটাকে টুপী পরালাম। শালা মলিকে দেখে মজে গেছে। সত্যি মেয়েটা আমার লক্ষ্মী। [সুরে গাহিতে থাকে] সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা—লোকে বলে করি আমি। সকলি তোমারই ইচ্ছা—

[বাবলু পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল]

ভূপেন। বাবলু—

বাবলু। বলুন ?

ভূপেন। আজকাল তো আমাদের বাড়ি যাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছ, কি ব্যাপার বাবা ?

বাবলু। আজ্ঞে না—একদম সময় পাচ্ছি না।

ভূপেন। হেঁ-হেঁ-হেঁ, আমি জানি—কেন তুমি যাচ্ছ না। ভয় নেই, অবিনাশকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। ও সব লক্কা পায়রা মার্কা ছেলে আমার একদম পছন্দ নয়, মলির বিয়ে আমি তোমার সঙ্গেই দেব বাবা। তোমার মত ছেলে লাখে একটা মেলে না—

বাবলু। দেখুন কাকাবাবু—

ভূপেন। কি করবো বাবা, বিধাতা অন্ধ। নইলে সেয়ানা মেয়ে কেউ ঘরে রাখে? আসছে ফাল্গুনেই আমি চার হাত এক করে দেব বাবা। বড় কষ্টে আছি জানো? কাল রাত্রে মলি—

[কান্নার ভান করে]

বাবলু। মলি? কি হয়েছে মলির?

ভূপেন। বার দুয়েক দাস্ত বমি হবার পর এমন ভাবে নেতিয়ে পড়লো—

বাবলু। ডাক্তার দেখাননি?

ভূপেন। কি যে বলো বাবা- তার ঠিক নেই! পেট ভরে খেতে পাচ্ছি না, ডাক্তার দেখাব কি দিয়ে? আসলে আমার ছেলেগুলো যদি মানুষ হোত, এই দুর্দশা হয় আমার? তুমি রাজমিস্ত্রির জোগাড় দিচ্ছ, ওরা পারে না?

[কণ্ঠরুদ্ধ হয়]

বাবলু। কাকাবাবু, এই দশটা টাকা নিন—

ভূপেন। না না, তুমি কেন—

বাবলু। তাতে কি হয়েছে, আপনি নিন। বিকেলে আরও কিছু দেব। ইমিডিয়েট মলিকে ডাক্তার দেখান! বিয়ে দিন চাই না দিন, আমি তো মলিকে স্নেহ করি।

ভূপেন। কিন্তু মলি শুনলে—

বাবলু। মলিকে বলবার দরকার নেই। আপনি বলবেন, ধার করে এনেছি টাকা, নিন ধরুন।

[টাকা নেয় ভূপেন]

ভূপেন। তোমার ঋণের বোঝা ভারী হয়ে যাচ্ছে বাবলু। এ জন্মে হয়ত শোধ করতে পারব না—

বাবলু। ঋণ বলছেন কেন কাকাবাবু, মনে করুন আমি আপনার ছেলে।

ভূপেন। বাবলু !

বাবলু। ছেলের কাছে কি কারো ঋণ থাকে ? আপনি যদি আমাকে মলির উপযুক্ত ভাবেন, আমার জন্য একটা বছর দয়া করে অপেক্ষা করুন। আমি একটু গুছিয়ে নিই, মলির সমস্ত দায়িত্ব আমার।

[চলে যায়।

ভূপেন। জয় মা ধান্যেশ্বরী, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম বাবা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিরিশ টাকা রোজগার। আগে এক বোতল সাঁটিয়ে নিই, পরে অন্য কাজ। [সুরে গায়] সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

[গাইতে গাইতে চলে যায়।

[অপর দিক দিয়া ধনপতি ও নগেন আসে]

নগেন। দেখুন ধনপতিবাবু, বর্ত্তমান সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তা

করে রাত্রে আমার ঘুম হয় না জানেন? কি যুগ পড়েছে বলুন তো? এই সমাজের কোন আশা আছে?

ধনপতি। হ্যাঁ—এই যুগটাই হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ।

নগেন। আরে মশাই, স্কুল কলেজগুলো হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের প্রেমের বৃন্দাবন। তরুণ সমাজের কোন এ্যাম্বিশন নেই, নেই কোন সুস্থ চিন্তাধারা, নেই কোন আদর্শ। আমরা যেদিন থাকব না, দেখবেন দেশটা উচ্ছন্নে চলে গেছে।

ধনপতি। আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। "আজকের তরুণ সমাজ" এই নাম দিয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি। আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি, গলদটা কোথায়।

নগেন। আপনি শাস্ত্র মানেন ধনপতিবাবু?

ধনপতি। হিন্দু ধর্ম্মে যখন বিশ্বাস করি, শাস্ত্র মানতেই হবে।

নগেন। তা হলে শুনুন, শাস্ত্রে একটা কথা আছে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। তার মানে সন্তান লাভের জন্যই বিয়ে করা। কিন্তু এ যুগের ছেলেরা সে কথা চিন্তা করে না। কাজেই সন্তান সন্ততি সচ্চরিত্র হবে কি করে?

ধনপতি। চরিত্র হচ্ছে জীবনের মেরুদণ্ড। চরিত্র যদি নিষ্কলুষ না হয়, সে জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। এ যুগের ছেলেদের চরিত্র বলতে কিছু নেই।

নগেন। আপনি ভাবতে পারেন, যাকে সেদিন জন্ম নিতে দেখলাম সে ছেলেটাও মুখের সামনে বিড়ি ফোঁকে?

ধনপতি। বিড়ি তো ভাল জিনিষ মশাই, মদ খায়—মদ।

আশা নেই, বুঝলেন নগেনবাবু, এ সমাজের কোন আশা নেই। আমরা বুড়োরা যতদিন আছি জোড়া তালি দিয়ে চালিয়ে যাবো, তারপরই দেখবেন দেশটা জাহান্নমে চলে গেছে।

নগেন। যাবেন নাকি বাজারের দিকে?

ধনপতি। এই দিনের বেলায়—

নগেন। আমার প্রাইভেট চেম্বার আছে।

ধনপতি। তাই নাকি, তা তো জানতাম না। সব রকম ব্যবস্থাই আছে?

নগেন। তা আছে—তবে দিনের বেলায় চার্জ একটু বেশী।

ধনপতি। তা হোক, টাকার জন্য ভাবছেন কেন? জীবনটাকে উপভোগ করব, অথচ কড়ি খরচ করব না তাতো হয় না। চলুন, বিকেলে একটা পূজোমণ্ডপে সভাপতিত্ব করতে হবে, তার প্রস্তুতি নিতে হবে।

নগেন। প্রস্তুতি আবার কি মশাই, বাঁধা গৎ আউড়ে যাবেন। আমি তো তাই করি। শ্রোতা—মানে আমরা যাদের জনসাধারণ বলি, তারা হচ্ছে নির্ব্বোধ। ওরা যদি চালাক হোত, আমাদের অন্ন কবে উঠে যেত। হাঃ-হাঃ হাঃ।

[উভয়ে চলে যায়।

[নান্টু, নিমু ও পটকা আসে]

পটকা। এ শালাদের চরিত্র বোঝাই ভার। একমাস আগেও ছুটোতে ছিল আদায় কাঁচকলায়—আজ হয়েছে এক গেলাসের দোস্ত। ধুর শালারা—

নিমু। আরে ওরা দোস্তি করলে আমাদের বয়েই গেল। নগেনবাবুর ছশো টাকা তো করফিট হয়ে গেল। ও টাকা তো আমাদের কাছে আর চাইতে পারবে না। আমরা তো ধনপতিকে ধোলাই দিতে প্রস্তুত ছিলাম। ও সব চিন্তা না করে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাব।

পটকা। ভবিষ্যৎ। আমাদের ভবিষ্যৎ কিরে শালা? হোটেলমে খানা, ফুটপাতমে শোনা, ব্যস।

নান্টু। ওরে ব্যাটা খাওয়াটা না হয় বাপের হোটেলেই খেলি, কিন্তু বিকেল হলেই যে তেষ্টা পায়, সে খরচ দেবে তোর বাবা?

পটকা। মাথা খারাপ, তা দেয় কখনো? ছিনতাই করবি নান্টে?

নান্টু। ছিনতাই?

নিমু। যদি পুলিশে ধরে পেঁদায়?

পটকা। আবে রাখ শালা তোর পুলিশ। রাজেশ খান্নার মত পুলিশের নাকে এমন একখানা নক আউট ঝাড়ব না, বাপের নাম ভুলে যাবে।

নিমু। মাইরি পটকা—কাল একটা হিন্দি ছবি দেখলাম, নায়িকার লোয়ার পোর্শনটা—

নান্টু। তুই শালা ওই সব দেখতেই যাস।

নিমু। দেখ নান্টু—

নান্টু। হিন্দি ছবির মধ্যেও শিক্ষার জিনিষ আছে বুঝলি?

পটকা। জ্ঞান দিবি না—জ্ঞান দিবি না নান্টে, কাটা-কাটি হয়ে যাবে। শালা—জ্ঞান হবার পর থেকেই শুনে আসছি, এটা করো না, সেটা করা অন্যায়, মিথ্যে বলা পাপ, পরের জিনিষ না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়—

নান্টু। পটকা।

পটকা। যারা আমাকে জ্ঞান দিতো, তারা নিজেরাই এক একটি পাক্কা চোর। শোন, আমি একদিন পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোকের গাছের একটা ফুল ছিঁড়েছিলাম। দিদি এসে আমার কান ধরে এক চড়—

নিমু। তারপর?

পটকা। চড় মেরেই হিড়হিড় করে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে, বড় হলে তোমার ছেলে একটা ডাকাত হবে মা। মাস দুই পর একদিন দেখি, দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের গাছের আম পাড়ছে। আমি বললাম, কিরে দিদি—তুই যে চুরি করছিস বড়?

নান্টু। কি বললে তোর দিদি?

পটকা। বললে, বলিসনে ভাই—তোকেও দেব একটা। ভাবলাম, বিকেলে বাবাকে কথাটা বলবো। ও হরি—সন্ধ্যে-বেলায় বাবা অফিস ফেরৎ মায়ের সঙ্গে গল্প করছে—বলছে, ফোরম্যান সাহেবের পায়খানার দরজাটা রাত্তিরে নিয়ে আসবো। একটু রং করিয়ে নিলে কেউ আর বুঝতেও পারবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নিমে। তার মানে তোর বাবাও চোর?

পটকা। চোর সবাই। মা চুরি করছে বাবার পকেট, মার লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙ্গে বড়দা টাকা চুরি করছে। আমরা ছোট বলে সবাই আমাদের ধমকায়। নইলে চোর সবাই।

নান্টু। সত্যিই পৃথিবীটা বড় বিচিত্র, নারে পটকা?

পটকা। কথা কি জানিস, যারা চুরি করায় সুযোগ পায়, তারা খুব একটা মুখ খোলে না; মুখ খোলে তারা—যারা চুরি করার সুযোগ পাচ্ছে না। ওদের চুরি করার সুযোগ দাও, দেখবে ওরা আর গেল গেল বলে চিৎকার বরবে না।

[অরিন্দম আসে]

অরিন্দম। এ্যাই—কি হচ্ছে এখানে?

নান্টু। কিছু না স্যার—

অরিন্দম। সাট আপ রাস্কেল—মিথ্যে কথা বললে জেলে পুরে দেব বুঝলে? আমার নাম অরিন্দম সেন। খড়্গপুরকে আমি ঠাণ্ডা করে দিয়ে এসেছি। সমাজবিরোধী মস্তানদের কি করে শায়েস্তা করতে হয়, ভালোভাবেই আমার জানা আছে। কি করা হয়?

পটকা। আজ্ঞে বেকার।

অরিন্দম। হুম—পথের মাঝে জটলা করবে না। ধরে ধরে চালান করে দেব। কোথাও যদি আশে-পাশে ছিনতাই রাহা-জানি হয়, তোমাদের আমি পিটিয়ে সোজা করব, বুঝেছ?

নিমু। অন্যায় না করলেও আমাদের পেটাবেন স্যার?

অরিন্দম। ন্যায় অন্যায় আমি বুঝি না, আমি শান্তি রক্ষা

করতে চাই। বেকার ঘুরছো কেন ? কাজ করে খেতে পারো না ? যত সব অপদার্থ নির্বোধগুলো বাংলা দেশে এসে জন্মেছে।

নাণ্টু। একটা কাজ দিন না স্যার ?

অরিন্দম। ইয়ার্কি মারবার জায়গা পাওনি ছোকরা ? এমন কাজ দেব না, বাপের নাম ভুলে যাবে। তোমাদের বাপগুলোকে ধরে ধরে চাবকানো উচিত। একপাল পশুর মত জন্ম দিলেই হয় না, তাদের মানুষ করাও চাই।

[চলে যাচ্ছিল]

পটকা। একটা কথা বলবো স্যার ?

অরিন্দম। কি ?

পটকা। বলুন আপনি রাগ করবেন না ?

অবিন্দম। ভূমিকা বাদ দিয়ে বলো কি বলবে ?

পটকা। বলাবলির কি আছে স্যার। আপনি মাইনে পাচ্ছেন বড় জোর পাঁচশো টাকা—

অরিন্দম। কি হয়েছে তাতে ?

পটকা। না হয়নি কিছু—মানে পাঁচশো টাকা মাইনে পেয়ে সংসার চালিয়ে এতবড় বাড়িটা আপনি কি করে করলেন স্যার ? দয়া করে মন্ত্রটা যদি আমাদের শিখিয়ে দেন—

অরিন্দম। পেঁদিয়ে ছাল তুলে নেব শূয়ার। আমার নাম অরিন্দম দারোগা। চোর গুণ্ডা বদমাইশ সমাজবিরোধীরা আমার ভয়ে পেচ্ছাব করে দেয়। আবার যদি কোনদিন অভব্য প্রশ্ন করতে শুনি, বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

[চলে যায়।

পটকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এই এক মহাপুরুষ!

নান্টু। আমার দিদি কি বলে জানিস, দিদি বলে, পৃথিবীর পাঠশালায় কতগুলো জন্তু এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানুষ একটাও নেই।

নিমু। পৃথিবীর পাঠশালা কিরে?

নান্টু। কে জানে? দিদি বলে—ওর কথার মাথা-মুণ্ডু আমিও বুঝি না।

পটকা। চল রে, আর গেঁজায় না। শালা—পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। চল, কোন ধুর যদি পাওয়া যায় টুপী পরিয়ে দেব।

নান্টু। চল।

[সকলে চলে যায়।

[রাধেশ্যাম ও মলি আসে। মলির পরনে সেই ছেঁড়া শাড়ি]

রাধে। তুমার বাবাকা সাথ হামার বাত হয়েছে। ডর কেয়া হ্যায়? তুম যাকে দেখো, তুমহারা মাফিক বহুৎ লেড়কি হামার কাছে কাম করছে। হাম তুমার জন্য আলাদা ঘোর দিবো—নয়া কাপড়া দিবো। সব কুছ পেশাল হোবে তুমার জন্য। সমঝি?

মলি। তাই বুঝি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রাধে। হাসলে তুমকো বহুৎ ভালো দেখায়—

মলি। তাই নাকি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রাধে। বহুৎ মিঠি তেরী বাত—

মলি। মজেছেন তাহলে, হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমার ভাগ্যটা খুব ভালো, জানেন ঢোলকবাবু, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রাধে। ঢোলক নেহি ঢোলাকিয়া। মেরা নাম হ্যায় রাধেশ্যাম ঢোলাকিয়া।

মলি। আমি আপনাকে ভালবেসে ঢোলকবাবু বলবো।

রাধে। কই বাত নেহি—কই বাত নেহি। তোম যো কুছ বোলো, হামি নারাজ হোবে না। তোমার মোত মাসুম লেড়কি—

মলি। আচ্ছা ঢোলকদা—

রাধে। বোল।

মলি। ঘরে আপনার স্ত্রী আছে!

রাধে। ইস্তিরি তো জরুর আছে, মগর ইত্‌নি মুটি কেয়া বাতাউঁ! একেলি এক রিকসা লাগতা হ্যায় উসকো।

মলি। এতো মোটা? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রাধে। তুমার হাত টুকুস ধরবো পিয়ারী?

মলি। ধরে যদি সুখ পান ধরুন। এই দেহটা আমি জানোয়ারদের জন্য উৎসর্গ করেছি।

রাধে। [হাত ধরে] কেয়া নরম তেরা হাত! মাখ্খন য্যায়সী—

মলি। ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই শেঠজী, যে মাড়বারে একদিন রাণা প্রতাপের মত পুরুষসিংহ জন্মেছিল, জন্মেছিল ভীমসিং, মানসিংহের মত ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ, যাদের দোর্দণ্ড

প্রতাপে আসমুদ্র হিমাচলের অধিকারী মোঘল সাম্রাজ্য থরহরি কম্পমান হোত, সুখ-নিদ্রা ঘুচে যেত বাদশা আলমগীরের—

রাধে। মলি!

মলি। সেই মাড়বারের সন্তান হয়ে আপনি এমন কাপুরুষ হলেন কি করে? কি করে ভুলে গেলেন একটা দুর্ধর্ষ জাতীর ইতিহাস? সদ্য বিবাহিতা পত্নীকে ছেড়ে যারা একদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে ছুটে যেত, আপনি কি তাদেরই উত্তর পুরুষ? জবাব দিন—জবাব দিন—আপনি কি তাদের প্রেতাত্মা?

রাধে। হ্যাঁ জী—হামার নাম রাধেশ্যাম ঢোলাকিয়া। মাড়বার হামার দেশ, ইয়ানে জনম ভূমি। বড়াবাজার মে হামার কাপড়াকা গদ্দি আছে। দুগো গাড়ি আছে—বাড়িভী আছে দুগো। ঔর আছে—

মলি। আড়াইমণি ভুঁড়ি, হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[পর্দা]

চতুর্থ দৃশ্য।

ভূপেনের বাড়ি।

[সামনে রুটির থালা নিয়ে খেতে বসেছিল রতন। এক পাশে জলের গ্লাস। রুটি মুখে তুলতে যাবে এমন সময় প্রবেশ করে ভূপেন] .

ভূপেন। কে খেতে দিয়েছে—কে খেতে দিয়েছে তোকে ? হারামজাদা ধম্মের ষাঁড়, একটা পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, কোন লজ্জায় খেতে অ্যাসিস ?

রতন। দেখ বাবা—

ভূপেন। চুপ শূয়ার—কে তোর বাবা ! আমি যদি তোর বাপ হতাম, এই বুড়ো বয়সে আমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয় ? দূর হয়ে যা—আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা কুলাঙ্গার ! তোর মত ছেলের মুখদর্শন করতে চাই না।

[মলি আসে]

মলি। খেতে বসেছে, খেতে দাও।

ভূপেন। না।

মলি। দেখ বাবা—

ভূপেন। তোদের জন্য আমি কি না করেছি ? তার প্রতি-দানে তোরা কি দিয়েছিস আমাকে ? দুদিন উপবাসী থেকে,

মিথ্যে কথা বলে দশটা টাকা এনেছি নগেনবাবুর কাছ থেকে। সেই টাকা দিয়ে তোদের গুষ্টির শ্রাদ্ধের জোগাড় করেছি—

রতন। [উঠিয়া] তোমার ভাত যদি আর মুখে দিই, তুমি আমার নামে কুকুর পুষো।

মলি। দাদা—দাদা তোর পায়ে পড়ি, খাবারের থালার সামনে থেকে উঠে যেতে নেই।

[হাত ধরে]

রতন। হাত ছাড় মলি—ও খাবার নয়, বিষ—আমার কাছে বিষ। ও খাবার আর যেই থাক, রতন রায় খাবে না। বাপের কি কর্ত্তব্যটা করেছে শুনি? লোকটা মাকে ঠকিয়েছে, আমাদের ঠকিয়েছে, পাড়া প্রতিবেশীদের ঠকাচ্ছে—

ভূপেন। জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব শূয়ার! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? কার জন্য—কাদের জন্য আমি সারাজীবন জাল জোচ্চোরী করলাম। কাদের জন্য বুকের রক্ত ঝরালাম? যা যেখানে খুশী তোরা চলে যা। আজ থেকে আমি মনে করবো, আ-আমার ছেলে নেই—আমি একা—একা!

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থানোদ্যত]

মলি। বাবা—

ভূপেন। তোরা সবাই স্বার্থপর! নিজের সুখ শান্তিটাই তোরা বড় করে দেখিস। মদ খেয়ে তোরা আমাকে মাতাল হতেই দেখেছিস, অভাবের জ্বালায় সারারাত যে ঘুমুতে পারি না সে খবর কেউ রাখিস না—কেউ না—কেউ না!

[চলে যায়।

মলি। বাবার উপর তুই রাগ করিস না দাদা। মা মারা যাবার পর, ওই বাবাই তো আমাদের তিন ভাই বোনকে মানুষ করেছিলেন।

রতন। ওকে মানুষ করা বলে না। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি অভাব আর অভাব। বইয়ের অভাবে মাষ্টারদের কাছে বকুনি খেয়েছি, মাইনে দিতে পারিনি বলে ক্লাসে নাম ডাকেনি। ছেলেরা যখন হুই-হল্লা করে টিফিন খেয়েছে, আমি তখন গাছতলায় বসে কুকুরের মত জিভ চেটেছি—

মলি। দাদা!

রতন। মানুষ করতে পারবে না—তাহলে কেন অবাঞ্ছিতের মত আমাদের নিয়ে এলো পৃথিবীতে? কেন, কেন, কেন! না-না, ও লোকটার উপর এতটুকু শ্রদ্ধা নেই আমার। ওর বিবেক বলতে কিছু নেই। তোকে মূলধন করে বেঁচে থাকতে চায় ও।

[চলে যায়।

মলি। এতদিন জানতাম, বাবাটা নিষ্ঠুর—পাষাণ। কিন্তু আজ দেখলাম, পাষাণের চোখে জল বেরোয়। বাবাকে যত নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ভাবতাম, বাবা তা নয়। বাবার বিরাট আশা ছিল দাদার উপর। কিন্তু দাদাও বুঝলে না বাবার দুঃখ। মা থাকলে এসব কথা আমাকে ভাবতে হোত না।

[রুটির থালা নিয়ে যাচ্ছিল, প্রবেশ করে বাবলু।]

বাবলু। তোমার বাবা বাড়িতে আছেন মলি?

মলি। আছে, কিছু দরকার আছে বাবার সঙ্গে ?

বাবলু। হ্যাঁ একটু কথা ছিল।

মলি। দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি।

[চলে যায়।

বাবলু। একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও মলি, আমায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

[আপেক্ষা করে বাবলু, প্রবেশ করে ভূপেন]

ভূপেন। কি ব্যাপার বাবলু ? আমাকে ডেকেছ ?

বাবলু। হ্যাঁ কাকাবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

ভূপেন। বলো।

বাবলু। ইয়ে মানে—কথাটা হচ্ছে এক ভদ্রলোক আমাকে খুব ধরাধরি করছেন, তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য।

ভূপেন। বিয়ে ?

বাবলু। হ্যাঁ—আমি অবশ্য তাঁকে কথা দিইনি। আজ রাত্রে বলবো বলেছি। নগদ দেবেন হাজার টাকা, পাঁচ ভরি সোনা দেবেন মেয়েকে, ঘড়ি, সাইকেল, রেডিও, বিছানাপত্র, বর-পোষাক, সবই দেবেন। এমন কি চাকরির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। তাই ভাবছি—

ভূপেন। বেশ তো করে ফেল। কিন্তু আমি ভাবছি এই সব মেয়ের বাবারা টাকা পায় কোথায় ? তোমার মত একটা দিনমজুর যদি বিয়ে করে হাজার টাকা নগদ পায়, চাকুরে পাত্র কত পেতে পারে !

বাবলু। সে আমি জানি না, তবে ওঁরা আমাকে দেবেন বলেছেন—আমি কথা দিলেই হয়ে যায়।

ভূপেন। বেশ তো বাপু, তুর্গা বলে ঝুলে পড়।

বাবলু। তাই বলছিলাম, আপনার কাছে আমি তো কিছু টাকা পাই—দয়া করে টাকাটা যদি ফেরৎ দেন—

ভূপেন। টাকা পাও ?

বাবলু। হ্যাঁ, একবার দিয়েছি দেড়শো টাকা, একবার তিরিশ—একশো আশী ; আর নিয়েছেন পঞ্চাশ, মোট তুশো তিরিশ—অবশ্য খুচরো যা নিয়েছেন—

ভূপেন। সে টাকা তো শোধ হয়ে গেছে।

বাবলু। কই, কবে দিলেন আপনি ?

ভূপেন। একটা কথা বলবো বাপু ?

বাবলু। বলুন।

ভূপেন। তুটো বছর ধরে আমার মেয়ে তোমাকে সঙ্গ দিয়েছে, তার একটা দাম নেই ? পাশাপাশি বসেছ, রান্না ঘরে গিয়ে নিজের বউয়ের মত ওর সঙ্গে গল্প করেছ---

বাবলু। কাকাবাবু—

ভূপেন। বিনে পয়সায় কুমারী মেয়ের সঙ্গে ঘুরেছ, তার মাশুল দিতে হবে না ? যাও, ও টাকা শোধ হয়ে গেছে। ফের যেন কোনদিন ও টাকার নাম মুখে আনতে শুনি না।

[চলে যাচ্ছিল]

বাবলু। কাকাবাবু।

ভূপেন। কাল সকালে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যাবে আমাকে।

বাবলু। কেন ?

ভূপেন। বোকার মত প্রশ্ন করো না বাপু। দু বছর ধরে মলির সঙ্গে প্রেম করেছ, এই কথাটা যদি দু কলম লিখে তোমার ভাবী স্ত্রীর কাছে পাঠাই, সুখ শান্তির বারোটা বেজে যাবে। তাই বলছি, যদি আমার মুখ বন্ধ করতে চাও, পঞ্চাশ টাকা বাপের সুপুত্তুরের মত পাঠিয়ে দিও।

[চলে যায়।

বাবলু। উঃ, কি ভয়ানক শয়তান! একটা বছর ধরে রোজ এক কিলো করে চাল দিয়েছি, নগদে দিয়েছি দুশো তিরিশ টাকা। আবার বলছে, পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দেবে, নইলে সুখ শান্তির বারোটা বাজিয়ে দেব ? ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন—

[চলে যাচ্ছিল, মলি আসে]

মলি। শোন!

বাবলু। আমাকে বলছো ?

মলি। হ্যাঁ।

বাবলু। বলো।

মলি। বিয়ে করছো ?

বাবলু। হ্যাঁ—না—মানে কথাবার্ত্তা চলছে—

মলি। অনেক পাবে, তাই না ?

বাবলু। হ্যাঁ, নগদে এক হাজার—

মলি। আমার বাবা টাকা দিতে পারলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে, তাই না ?

বাবলু। হ্যাঁ—না—মানে—

মলি। তাহলে এতদিন যে বলেছ, আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসী; সেটা স্রেফ ভাঁওতা ?

বাবলু। না মলি—

মলি। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব দাও। এতদিন মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে এসেছ। ক্ষণিকের মোহে অন্ধ হয়ে, ও কথাগুলো আমাকে বলতে। আজ টাকা পেয়ে ভালবাসা ভুলে গেছ—

বাবলু। দেখ মলি, শুধু শুধু তুমি—

মলি। শুধু শুধু নয় বাবলুদা—শুধু শুধু নয়, পৃথিবীর পাঠশালায় এসে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমার। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা স্রেফ ভাঁওতা, স্রেফ মিথ্যে কথা। আসল বস্তু হচ্ছে টাকা। টাকার পারদে স্নেহ প্রেম মায়া মমতা উঠছে আর নামছে।

বাবলু। মলি !

মলি। বাবাকে দেখলাম, তোমাকে দেখলাম, ধনপতি-বাবুকে দেখলাম, আমার দাদাকে দেখলাম, নান্টুকে দেখলাম, সব যেন পাঠশালার পড়ুয়া। বিচিত্র চরিত্রের মানুষ সব, হাঃ-হাঃ-হাঃ—হা-হা-হা—

[হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে]

বাবলু। মলি—

মলি। একটা কুমারী মনের স্বপ্নকে সবাই মিলে তোমরা জবাই করলে। তোমরা খুনী—তোমরা কসাই—তোমরা জল্লাদ।

বাবলু। মলি—

মলি। তুমি—আমার বাবা—অবিনাশদা—আমার দাদা, বৃদ্ধ ধনপতি সাহা, সব কসাই—সব খুনী। অথচ আইনের চোখে, সমাজের চোখে তোমরা নির্দোষী সাধু পুরুষ। উচ্ছন্নে যাক—এই সমাজব্যবস্থা উচ্ছন্নে যাক।

[চলে যায়।

বাবলু। ওর মাথাটায় আর কিছু নেই। দেখতে শুনতে ভালোই ছিলো, কিন্তু একদম খালি হাতে বৈতরণী পার হতে চাইলে হয়? কিন্তু ওর বাপটা কি বজ্জাৎ! কাল সকালে কিছু প্রণামী দিয়ে যেতে হবে, নইলে ভূয়ো চিঠি লিখে দিলে একূল ওকূল দুকূলই যাবে আমার।

[চলে যায়।

[নাণ্টু, পটকা ও নিমু আসে]

পটকা। এই বাড়ি তোদের?

নাণ্টু। হ্যাঁ।

নিমু। বাড়ি না শূয়ারের খোঁয়াড় রে শালা! পলস্তারা উঠে গেছে, ইটগুলো বেরিয়ে গেছে—

নাণ্টু। পুরনো বাড়ি—

পটকা। বাড়িওয়ালাকে বলতে পারিস না সারিয়ে দিতে?

নাণ্টু। ধনপতির বাড়ি, এক পয়সাও ভাড়া দিচ্ছি না—

পটকা। বলিস কিরে নাণ্টে, বিনা ভাড়ায় থাকতে দিচ্ছে ধনপতি?

নিমু। অমনি কি আর দিচ্ছে, ওর দিদির জন্যই দিচ্ছে।

পটকা। দিদির জন্য।

নিমু। ধনপতি ওর দিদিকে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নান্টু। দেখ নিমে, ভদ্রভাবে কথা বল বলছি—

নিমু। চটিস কেন মাইরি? তুই মা কালির দিব্যি করে বল তোর দিদির সঙ্গে বুড়োটার লটঘট আছে না?

নান্টু আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি নিমে, রাস্তায় বসে যা খুশী বলিস, আমি প্রতিবাদ করি না; কিন্তু বাড়িতে বাবা আছে, দিদি আছে, ছোটলোকের মত মুখ খারাপ করবি না বলে দিলাম।

নিমু। উচিত কথা তেঁতো লাগে—

পটকা। থাক নিমে—

নিমু। থাকবে কি, ও শালা আমাকে চোখ গরম করবে কেন। ওর দিদির কীর্তি-কাহিনীর কথা কে না জানে? তোর মনে আছে পটকা—সেই অবিনাশ দত্ত—

নান্টু। তুই কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস—

নিমু। কদিন খুব তেলে ঝোলে খেয়েছে। বাইশ টাকা কেজি ইলিশ মাছ, হাঁড়ি ভর্তি রাজভোগ—এখন খাসনে শালা! এখন তো শুখো শুটিও জোটে—

[নিমুর কথা শেষ হইল না, তার মুখে ঘুষি মারে নান্টু]

নান্টু। শালা হারামীর বাচ্চা—

নিমু। তু-তুই-তু—তুই আমাকে মারলি শালা—এতবড় সাহস তোর?

[পকেট থেকে ছুরি বার করে]

পটকা। নিমে—

নিমু। সরে যা পটকা—শুয়ারের বাচ্চার লাশ ফেলে দেব আজ। ওর এতবড় হিম্মৎ, বাঘের বাচ্চার গায়ে হাত দেয়? ওর লাশ যদি ফেলে না দিয়েছি, বাপের ব্যাটাই নই—

[ছুরি মারে নিমু, ছুরিসুদ্ধ হাত চেপে ধরে নাণ্টু। গোলমাল শুনে মলি এসে দাঁড়ায়]

মলি। নিমু—নিমু—তোর পায়ে পড়ি ভাই, ছুরি ফেলে দে—ছুরি ফেলে দে নিমু—কেন শুধু শুধু ঝগড়া করছিস তোরা! ও যদি অন্যায় করে থাকে, আমি শাসন করবো—লক্ষ্মী ভাই আমার—ছুরি ফেলে দে—

[ধরতে যায়]

নিমু। সরে যা হারামজাদী—

নাণ্টু। তবে রে শালা—

[নাণ্টুর প্রবল চাপে ছুরি পড়ে যায়, দুজনে জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে। একবার নিমু উপরে, একবার নাণ্টু। নাণ্টু সুযোগ বুঝে চেপে বসে নিমুর বুকে ছুরি মারে—

নিমু। আঃ—

মলি। কি করলি—কি করলি তুই? উঃ, ভগবান—ভগবান। হা-হা-হা—

[নান্টু উঠে দাঁড়ায়, বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিমুর দিকে। নিমুও ক্ষত-স্থান চেপে উঠে বসবার চেষ্টা করে, তাকে ধরে তোলে পটকা]

পটকা। তুই ওকে খুন করলি নান্টে? তুই কি মানুষ? বন্ধু-বন্ধু ঝগড়া হয়, তাই বলে জান নিবি তুই?

নিমু। আঃ-মা-উঃ—প-পটকা—আ-আমাকে হাসপাতালে, উঃ—মা—

[পটকা ধরে নিয়ে যায়]

মলি। পালা—তুই পালা হতভাগা। নইলে পুলিশ এলে ধরে নিয়ে যাবে। পালা নান্টু—তুই পালিয়ে যা—

[কাঁদতে থাকে]

নান্টু। আমার রাগ হোত না দিদি—বার বার ও তোর নামে যা নয় তাই বলছে—বাইরে আড্ডা দেবার সময় অনেক-দিন বলেছে, আমি গায়ে মাখিনি। বাড়িতে এসেও বলবে শালা—

মলি। নান্টু।

নান্টু। আমি রকবাজ—আমি সমাজের জঞ্জাল—তাই বলে আমার সামনে তোর নামে বদনাম দেবে—আর আমি মুখ বুজে সহ্য করব? না দিদি—এমন পাষণ্ড এখনো আমি হতে পারিনি।

মলি। তুই পালা নান্টু, নইলে পুলিশ এলে—

নান্টু। কি হবে, ফাঁসী হবে এই তো?

মলি। নান্টু!

নান্টু। ফাঁসীকে আমি ভয় পাই না দিদি—এই দুঃখ কষ্টে তিলে তিলে মরবার চেয়ে, ফাঁসীতে যাওয়া ঢের বেশী শান্তির। আসুক পুলিশ, আমি নিজেই ধরা দেব।

মলি। নান্টু, লক্ষ্মী ভাই আমার—তুই ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাক। যা—যা নান্টু, আমার মাথার দিব্যি তুই চলে যা। দিন-রাত আমি নিজের জ্বালায় জ্বলছি—তুইও আমাকে জ্বালাবি?

[কান্নায় ভেঙে পড়ে মলি, নান্টু চলে যায়। একটা ঘটিতে করে জল নিয়ে এসে রক্তের দাগ ধুতে থাকে মলি। প্রবেশ করে অরিন্দম]

অরিন্দম। এটা ভূপেন রায়ের বাড়ি?

মলি। [চমকিয়া] হ্যাঁ-না—মানে—

অরিন্দম। নান্টু বাড়িতে আছে?

মলি। নান্টু—

অরিন্দম। একটু আগে এখানে ছুরি মারামারি হয়েছে—

মলি। আপনি বিশ্বাস করুন স্যার, নান্টুর কোন দোষ নেই। নিমু—

অরিন্দম। নান্টুকে ডেকে দাও।

মলি। আপনি বিশ্বাস করুন—

অরিন্দম। যা বলছি তাই কর।

মলি। কিন্তু আপনি—

অরিন্দম। তুমি কি চাও আমি ঘরের মধ্যে গিয়ে শূয়ারের বাচ্চাকে টেনে বার করি ?

মলি। ক্ষমা করুন বাবু—এবারের মত ওকে মার্জনা করুন। মাত্র কুড়ি বছর বয়স। ছোট বেলায় মা মারা গেছে, মা-মরা ছেলেটাকে আপনি ফাঁসীর দড়িতে ঝোলাবেন না। দয়া করুন বাবু। আপনার পায়ে ধরে আমি মিনতি করছি, ওকে ক্ষমা করুন—ওকে ক্ষমা করুন।

[পায়ে ধরে কাঁদতে থাকে]

অরিন্দম। পা-টা ছেড়ে দাও।

মলি। আপনি কথা দিন—

অরিন্দম। আমি বলছি—পা ছেড়ে দাও।

মলি। দয়া করুন বাবু, মা-মরা ভাইটাকে আপনি ক্ষমা করুন।

অরিন্দম। মস্তান সমাজ-বিরোধীদের আমি মার্জনা করতে পারি না।

মলি। মস্তান নয় বাবু।

অরিন্দম। চুপ কর—মস্তান নয়। রোয়াকে আড্ডা দিচ্ছে, মেয়েদের দেখলে কুৎসিত ইঙ্গিত করছে—আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো, শূয়ারের বাচ্চাদের আমি ফাঁসীতে লটকে দিতাম।

মলি। ওরা সমাজ-বিরোধী, আর আপনারা ?

অরিন্দম। আমরা— ?

মলি। সরকার মাইনে দিচ্ছে, কিন্তু আপনারা ঘুষ খাচ্ছেন কেন ?

অরিন্দম। তুমি কিন্তু বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছো।

মলি। বাড়াবাড়ি করছি! যারা টাকার জোরে নারী-মাংস কিনে নেয়, তারা কি সমাজ-বিরোধী নয় ? যারা ঘুষ খেয়ে আসামীকে ছেড়ে দেয়, তারা সমাজ-বিরোধী নয় ? যারা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, তারা কি সমাজ-বিরোধী নয় ?

অরিন্দম। তুমি কিন্তু ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছ আমার।

মলি। জানি—আমি জানি অফিসার, আমার কথাগুলো তেঁতো লাগবে আপনার। ভাগ্যক্রমে চাকরি পেয়ে গেছেন, তাই বুঝতে পাচ্ছেন না বেকার জীবনের মর্মজ্বালা। এই চাকরি না পেলে—আপনাকেও আমার ভাইদের মত রকে বসে আড্ডা দিতে হতো।

[ব্যস্তভাবে ভূপেন আসে]

ভূপেন। মলি—ম-ও-পু-পুলিশ এসে গেছে ?

অরিন্দম। আপনারই নাম ভূপেন রায় ?

ভূপেন। হ্যাঁ স্যার।

অরিন্দম। নান্টু আপনার ছেলে ?

ভূপেন। হ্যাঁ স্যার।

অরিন্দম। নান্টু মার্ডার কেসের আসামী।

ভূপেন। দেখুন স্যার, ছেলেমানুষ—একটা অন্যায় করে ফেলেছে—

অরিন্দম। না, এরা হচ্ছে বর্ণ ক্রিমিনাল। ক্রাইম এদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। আপনি নান্টুকে ডেকে দিন, নইলে আমি বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।

ভূপেন। উঃ, এরা দেখছি আমাকে বাঁচতে দেবে না—বাড়িতে বসে কি করছিলি লক্ষ্মীছাড়ি? মারামারি থামাতে পারলি না? না জানি পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছিলাম!

[কণ্ঠ রুদ্ধ হয়]

অরিন্দম। আমার সময়ের দাম আছে ভূপেনবাবু।

ভূপেন। এই দিকে একটু আসবেন স্যার?

অরিন্দম। [এগিয়ে যায়] বলুন।

ভূপেন। আমি আপনাকে কিছু পান খেতে দেব।

অরিন্দম। না।

ভূপেন। ছেলেটা মারা যায়নি, চোট সামান্যই—

অরিন্দম। জানি।

ভূপেন। দয়া করে ওকে ছেড়ে দিন স্যার। একশো টাকা—

অরিন্দম। না।

ভূপেন। দুশো দেব।

অরিন্দম। কেন ফালতু ঝামেলা করছেন মশাই।

ভূপেন। কেন করছি—আপনি বুঝবেন না। যত অন্যায়ই করুক, তবু ওরা আমার সন্তান। সন্তানের জন্য বাপের প্রাণে কত জ্বালা আপনি বুঝবেন না স্যার—আমি আড়াইশো টাকা—

অরিন্দম। পাঁচশো দিতে পারবেন ?

ভূপেন। কোত্থেকে দেব স্যার—দেখছেন তো বাড়ি-ঘরের অবস্থা ? দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছি না। দয়া করে তিনশোতে রাজী হয়ে যান।

অরিন্দম। হয় না—বুঝলেন ভূপেনবাবু, এসব কেসে এত কমে হয় না। এত করে যখন বলছেন, পঞ্চাশ টাকা আমি কমিয়ে দিলাম, সাড়ে চারশো টাকা নিয়ে থানায় আসুন, দেখি কি করতে পারি।

[চলে যাচ্ছিল, উন্মাদের মত হেসে ওঠে মলি]

মলি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ভূপেন। মলি!

মলি। পৃথিবীর পাঠশালায় আর একটি চরিত্র এসে হাজির হোল বাবা। বলে কিনা—এসব কেসে এর কমে হয় না। ধন্য—ধন্য হে শান্তির রক্ষক, ধন্য তোমার কসাই-সুলভ মনোবৃত্তি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অরিন্দম। বন্ধ কর—বন্ধ কর তোমার হাসি—

মলি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ। দেশটার ভাগ্য ভালো, সব পুলিশই আপনার মত কসাই নয়, হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[পর্দা]

পঞ্চম দৃশ্য।

রাধেশ্যামের বাড়ি।

[কথা বলছিল ধনপতি ও নগেন]

নগেন। যাই বলুন ধনপতিবাবু, এই রকম একটা আশ্রমের প্রয়োজন বহুদিন ধরে অনুভব করছি। কিন্তু সাহস করে এগিয়ে আসতে পারছিলাম না। এবার ঢোলবাবু যখন উদ্যোগী হয়েছেন, আমাদেরও সাড়া দেওয়া উচিত, না কি বলেন ?

ধনপতি। তা তো বটেই। স্বামী সমাজ পরিত্যক্তা এই সব হতভাগিনীদের জন্য মন আমার বার বার কেঁদে উঠছে। কি পেয়েছে ওরা বলতে পারেন ? লাঞ্ছনা—গঞ্জনা—অবহেলা, অপমান। অথচ এদেরও স্বপ্ন ছিলো—আশা ছিলো—

নগেন। আশ্রমের সভাপতি কিন্তু আপনি হবেন।

ধনপতি। না-না আমি কেন, আপনি হলেই ভালো হয়

নগেন। আমার একটু অসুবিধে আছে।

ধনপতি। অসুবিধে ?

নগেন। হ্যাঁ—বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে। দারুণ খিট-খিটে মেজাজ। মেয়েদের আশ্রমের সভাপতি হলে সন্দেহ করবে। ভাববে আমি কোন মতলব নিয়ে এই কাজে নেমেছি।

ধনপতি। কিন্তু নগেনবাবু—

নগেন। জ্বালিয়ে মারলে মশাই। আজ তিন বছর বিছানায় পড়ে ধুঁকছে। মরবার নামটি নেই। অথচ আমি এখনো পাক্কা জোয়ান। একটু বেশী রাত করে বাড়ি ফিরলেই খেঁকি কুত্তার মত খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে।

ধনপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আপনার স্ত্রীকে আপনি ভয় পান তাহলে?

নগেন। ভয়? না-না ওকে আমার ভয় নেই, ভয় পাই মান-সম্মানের। ছেলে আছে, বৌমারা আছে, রাত বারটায় যদি চিৎকার-চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয়—

ধনপতি। সরিয়ে দিতে পারেন না?

নগেন। কি করে সরাব?

ধনপতি। কেন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন, ব্যবস্থা করে দেবে। পুরনো রুগী, যে কোন মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারে। পারে না?

নগেন। হ্যাঁ তা অবশ্য পারে—তবে আমার জানা-শোনা সেরকম ডাক্তার নেই, বুঝলেন? মাঝে মাঝে এমন "বোর" লাগে, ইচ্ছে হয় সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাই।

ধনপতি। ডাক্তার আমি দিতে পারি।

নগেন। পারেন—পারেন ধনপতিবাবু? দিন না ভাই একটা ব্যবস্থা করে। যত টাকা লাগে আমি দেব। জীবনটা আমার অস্থির করে তুলেছে মশাই। শাকচুন্নির মত খ্যাঁক খ্যাঁক কত আর সহ্য করব বলুন? যদি পারেন, সারাজীবন আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকবো।

[ভূপেন আসে]

ধনপতি। আরে—ভূপেন যে, কি খবর ?

নগেন। তোমার ছেলের জামীন হোল ভূপেন ?

ভূপেন। আজ্ঞে না, সাড়ে চারশো টাকা ঘুষ দিলে জামীনে ছেড়ে দেবে বলছে।

ধনপতি। এ যুগের ছেলেগুলো আর মানুষ হোল না। বাপকে একটা পয়সা সাহায্য করবে না, উলটে অপকম্ম করে সংসারটাকে ডোবাবে। ঘরে ঘরে এই কেচ্ছা—

নগেন। এটা যে কলির শেষ পাদ ধনপতিবাবু। শাস্ত্রে আছে, কলির শেষে অধর্মের প্রতাপ খুব বাড়বে। ছেলেপুলে বাপ-মাকে মান্য করবে না, নির্ধন হবে ধনী, লম্পট হবে দেশ-নেতা, ভণ্ড হবে সন্ন্যাসী—

ভূপেন। ঢোলকবাবু আছেন কিনা বলতে পারেন ?

ধনপতি। আছে—আমরা তারই জন্য অপেক্ষা করছি। তুমিতো বেকার বসে আছ ভূপেন, লেগে যাওনা আমাদের সঙ্গে সমাজ সেবার কাজে।

ভূপেন। সমাজ সেবা ?

নগেন। অসহায় সমাজ পরিতক্তা মেয়েদের জন্য আমরা একটা আশ্রম করছি।

ধনপতি। বুড়িদের জন্য নয়, চৌদ্দ থেকে পঁচিশ। মানে যাদের চোখে এখনো স্বপ্ন আছে। বুড়িরা খেটে খেতে পারবে। তাদের দিকে কেউ নজর দেবে না। ভাবনা কম বয়সীদের জন্য। লম্পট চরিত্রহীনদের তো অভাব নেই দেশে।

ভূপেন। পরিকল্পনাটা ভালোই, তবে—

নগেন। তবে ?

ভূপেন। রক্ষক না ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়।

ধনপতি। না-না-না-না -সে ভয় নেই ভূপেন। কর্ম সমিতিতে আমাদের মত সজ্জন ব্যক্তিরাই থাকবে। যেমন ধর আমি—নগেনবাবু, ঢোলকবাবু—

সন্ন্যাসীর বেশে অবিনাশ ও রাধেশ্যাম আসে]

অবিনাশ। কই চিন্তা মৎ করো বেটা, পরমাত্মা ঠিক রহনেসে সব ঠিক হ্যায়। আশ্রম বানাও, হাম কভি কভি দর্শন দেঙ্গে।

রাধে। আপকা আশীর্ব্বাদমে হাম লোগকো সব কুছ ঠিক হোগিয়া। বাড়ি দিয়া ধনপতিবাবু—

অবিনাশ। ধনপতি কৌন হ্যায় ?

ধনপতি। আমি প্রভু, এই অধীনের নাম ধনপতি সাহা। কৃপা করে একদিন আমার পর্ণ-কুটিরে পায়ের ধুলো দিতে হবে প্রভু—

অবিনাশ। হামারা টাইম নেহি মিলতা বেটা—

ধনপতি। ও কথা বললে শুনবো না প্রভু। টাইম আপনাকে করতেই হবে। আমরা পাপী-তাপী বলে, ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখবেন প্রভু ?

অবিনাশ। না ধনপতি—মানুষ হচ্ছে বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

সেই মহান সৃষ্টিকে যে ঘৃণা করে, সে মনুষ্য নামের অযোগ। মানুষ হচ্ছে প্রবৃত্তির দাস। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছটা হচ্ছে রিপু—

নগেন। কিন্তু প্রভু—

অবিনাশ। তোমার নামতো নগেন?

নগেন। আপনি কি করে জানলেন প্রভু?

অবিনাশ। আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেখো বেটা, মার অনুগ্রহে পঙ্গুও গিরি লংঘন করতে পারে। পরমাত্মারূপী ভগবান সব কিছু আমাকে বলে দেয়।

নগেন। কিন্তু—

অবিনাশ। তোমার স্ত্রী রুগ্ন অসুস্থ্য—খুব ঝগড়া করে তোমার সঙ্গে। বাড়িতে তিষ্ঠুতে দেয় না, তোমার মনে সেই নিয়ে অশান্তি—

[নগেন অবিনাশের পায়ের উপর সটান শুয়ে পড়ে, প্রবেশ করে মলি]

নগেন। প্রভু - প্রভু—আমাকে দয়া করুন, ওই ডাইনির হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন প্রভু। নইলে আজ আপনার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো। আমাকে বাঁচান প্রভু, আপনি আমাকে বাঁচান!

অবিনাশ। ওঠ বেটা ওঠ—

নগেন। না, আপনি কথা না দিলে আমি উঠবো না। দয়া করে আমার মুক্তির উপায় বলে দিন—

অবিনাশ। কেয়া কিয়া যায় রাধেশ্যাম –

রাধে। একঠো ব্যওস্থা কোরে দিন পরভু, বেচারা সাচমুচ বেরবার হো গিয়া। যিতনা খর্চ হোগা করেগা। আপ উনকো ভরসা দিজিয়ে পরভু –

অবিনাশ। উঠ যা বেটা – ভরসা দেতা হুঁ।

[মলি আসে]

মলি। অবিনাশদা না? হাঃ-হাঃ-হাঃ – তুমি সন্ন্যেসী ঠাকুর বনে গেছ? হাঃ-হাঃ-হাঃ –

অবিনাশ। কৌন হো তু?

মলি। সেকি অবিনাশদা, তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না? আমি মলি – কতদিন আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কানে কানে মধুর স্বপ্নের জাল বুনেছ, মনে নেই তোমার? হাঃ-হাঃ-হাঃ –

অবিনাশ। রাধেশ্যাম – ম্যায় যাতা হুঁ, এই নরকের মধ্যে আমি আর থাকব না। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, নরক, জঘন্য নরক!

[চলে যাচ্ছিল অবিনাশ, হঠাৎ দাড়ি ধরে টান মারে মলি। দাড়ি ফেলে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন করে অবিনাশ। হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে মলি]

মলি। হাঃ-হাঃ-হাঃ – হাঃ-হাঃ-হাঃ, দাড়ি নিয়ে যাও সন্ন্যেসী ঠাকুর, হাঃ-হাঃ-হাঃ –

রাধে। কেয়া তাজ্জব! ফট্টিচার শালা –

ধনপতি। আশ্চর্য্য।

নগেন। জাল সন্ন্যেসী? শালার পায়ে আমি মাথা খুঁড়েছি।

মলি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভেজাল—সবই ভেজাল নগেনবাবু—আসল কিছুই নেই, সব ভেজাল, সমস্ত ভেজাল। আপনি, আমি, ঢোলকবাবু, ধনপতিবাবু, অবিনাশ দত্ত, আমার বাবা, সব আমরা মুখোশ-পরা জন্তু, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ধনপতি। ভাগ্যিস মেয়েটা চিনে ফেলেছিল, নইলে অনেক দূর গড়াত। না বাবা, এসব জাল জোচ্চোরীর মধ্যে আমি নেই, নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব।

[চলে যাচ্ছিল]

নগেন। আশ্রম তাহলে—

ধননতি। আরে ধ্যাৎ—গুলি মারো আশ্রমের। এইসব চোর-ছ্যাচোরের পেছনে আমি টাকা খরচ করবো? টাকায় কি আমাকে কামড়াচ্ছে? পয়সা খরচ করতে পারলে হাজারটা অনাথ মেয়ে পাব আমি। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব? ঠাকুর আমাকে রক্ষা করেছেন।

[চলে যায়।

নগেন। শালা দামড়া—

রাধে। আপ যাইয়ে—পিছে আপসে বাত করেগা।

নগেন। ঠিক আছে, ও বাড়ি না দেয় আমি করব বাড়ির ব্যবস্থা। আপনি লেগে যান ঢোলকবাবু। সৎ কাজে একটু-আধটু বাধা বিঘ্ন হবেই। তবে দেখবেন, আমার মত সৎ

লোকের যেন বদনাম না হয়। হাজার হোক, সমাজে আমার একটা আলাদা মর্য্যাদা আছে। চলি ঢোলকবাবু, নমস্কার।

[চলে যায়।

রাধে। বোলিয়ে ভূপিনবাবু, আপকে লিয়ে ম্যায় কেয়া কর সকতা হুঁ ?

ভূপেন। আমার পাঁচশো টাকা দরকায় ঢোলকবাবু। ছোট ছেলেটা পুলিশ হাজতে, টাকা না দিলে ওরা ছাড়বে না। দয়া করে আমার এই উপকারটুকু করুন আপনি।

রাধে। দেখিয়ে ভূপিনবাবু, কোতাদন হামি আপনার খুসামুদ কোরেছি। বোলেছি, লেড়াককে পাঠিয়ে দেবেন। আপ শুনে নেই মেরা বাত। আজ হমকো জরুরৎ নেহি হ্যায় –

মলি। যাকে পেয়েছেন, সে আমার চাইতে সুন্দরী ?

রাধে। না-না –

মলি। লজ্জা পাচ্ছেন কেন শেঠজী, যখন নেমেছি তখন খোলাখুলি আলোচনাই ভালো। মাত্র পাঁচশো টাকার বিনিময়ে আপনি আমাকে পাচ্ছেন –

বাধে সিয়ারাম – সিয়ারাম! ওসব ধান্ধা হামার না আছে। হাম ব্যাওসাদার আদমী

ভূপেন। ঢোলকবাবু, দয়া করে আপনি পাঁচশো টাকা আমাকে দিন। আমি অক্ষম অপদার্থ বাপ। ছেলেটা পুলিশের হাতে মার খাচ্ছে, আমি ওকে ভরসা দিতে পাচ্ছি না –

রাধে। মলিকো ভেজো, দেতা হুঁ রুপাইয়া। কেয়া করেগা

বিপত্তিমে গির গিয়া, হামভি তো ইন্সান আছে? তোম আও মলি, হামি অন্দর যাচ্ছে।

[চলে যায়।

মলি। যাই বাবা।

ভূপেন। মলি—আমার মল্লিকা—হা-হা-হা—হা-হা-হা—মৃত্যু দাও—হে জগদীশ্বর তুমি আমাকে মৃত্যু দাও। এই আত্ম-গ্লানির হাত থেকে তুমি আমাকে অব্যাহতি দাও--অব্যাহতি দাও—হা-হা-হা—হা-হা-হা—

[হাহাকার করে কাঁদতে থাকে]

মলি। কেন দুঃখ পাচ্ছ বাবা? ভাইকে বাঁচাবো, তোমার সম্মান বাঁচবে, তাতে যদি আমার সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যায় যাক না! এই দেহটা ছাড়া আর তো আমার কিছু নেই বাবা।

ভূপেন। এই সমাজ উচ্ছন্নে যাক—এই নোংরা পৃথিবীটা ধ্বংস হোক! আবার গড়ে উঠুক নতুন সমাজ, নতুন মানুষ, নতুন সভ্যতা। যে সমাজে বাপ হয়ে মেয়েকে প্রতিতাবৃত্তি করতে পাঠাতে হয়—

রাধেশ্যাম এসে মলির হাত ধরে, ভূপেন ধরে অন্য হাত। রাধেশ্যাম অন্য হাতে টাকার বাণ্ডিল এগিয়ে ধরে—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ভূপেন ও মলি। মলিকে টানতে টানতে নিয়ে যায় রাধেশ্যাম। দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ভূপেন।

[পর্দা নামে]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ভূপেনের বাড়ি।

[রতন ডাকিতেছিল মলিকে]

রতন। মলি—মলি—মলি আছিস—

[নান্টু আসে

নান্টু। দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে দাদা।

রতন। আজ এত সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লো ?

নান্টু। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি করেছে—

রতন। তুই ছাড়া পেলি কি করে ? দারোগা ব্যাটা—

নান্টু। অমনি ছেড়ে দিয়েছে, পাঁচশো টাকা নিয়ে তবে ছেড়েছে।

রতন। এত টাকা কে দিলে ?

নান্টু। কি জানি, দিদি কোথেকে জোগাড় করেছে।

রতন। বাবা কোথায় রে ?

নান্টু। শুয়ে পড়েছে।

রতন। আমার একটা চাকরি হয়েছে জানিস ?

নান্টু। চাকরি হয়েছে ? কোথায় দাদা ?

রতন। লরির হেলপার। এখন দেড়শো টাকা করে

পাবো, পরে বাড়িয়ে দেবে বলেছে। তুইও চেষ্টা করে দেখ না নাণ্টে, সংসারে যা অভাব—

নাণ্টু। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও দাদা। সত্যি একটা কিছু না করলে আর চলছে না। বাবা বুড়ো মানুষ, কতদিক সামলাবে।

[ভূপেন আসে]

ভূপেন। এই কথাটা যদি আগে ভাবতিস তোরা—

রতন। বাবা!

ভূপেন। শুয়ে শুয়ে আমি সব শুনেছি। তোরা যে কোন পরিশ্রমের কাজকে এড়িয়ে যেতে চাস। দোষ অবশ্য তোদের নয়, দোষ হচ্ছে বাঙ্গালী মানসিকতার। নইলে এই ব্যাংলার বুকে হাজার হাজার ভিন্ন প্রদেশের লোক এসে করে খাচ্ছে—

নাণ্টু। বাবা!

ভূপেন। কেউ ফল বিক্রি করছে, কেউ রিকসা টানছে, কেউ মাছ বিক্রি করছে, কেউ ঠেলাগাড়ি চালাচ্ছে। আর বঙ্গ-জননীর দুলালরা? আমার মত অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে, আর বুক চাপড়ে অভিশাপ দিচ্ছে ভগবানকে।

রতন। বাবা!

ভূপেন। আগেই বলেছি, দোষ তোমাদের নয়, দোষ আমাদের চিন্তাধারার। প্রতি মাসে মনিঅর্ডারে কয়েক লক্ষ টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। বাংলার দরজা সবার জন্য খোলা। অথচ বাংলার বাইরে বাঙালীর ঠাঁই নেই।

নাণ্টু। আমি কথা দিচ্ছি বাবা, কাল থেকে আমি যে কোন কাজে লেগে যাবো। দিদির বিয়ে দিতে হবে—ওই বা আমাদের সংসারে ঝিয়ের মত কতকাল খাটবে ?

ভূপেন। আজ কি হয়েছে মেয়েটার। আমাদের কথা-বার্ত্তা কি ওর কানে যাচ্ছে না ? এত গভীর ঘুম তো ওর নয়।

রতন। ঘুমোয়নি লক্ষ্মীছাড়ি—হয়ত মটকা মেরে পড়ে পড়ে শুনছে আমাদের কথা। দেখছি আমি—

[চলে যায়।

ভূপেন। তোর মা যখন মারা যায়, মলির বয়স তখন আট বছর। সেই আট বছর বয়স থেকেই রান্না-বান্না, ঘর গোছানো, সব কাজ করছে ও। অথচ আজ পর্য্যন্ত আমি ওর একটা বিয়ে দিতে পারলাম না। এ যে কি তুর্বিবসহ লজ্জা—

[মৃত মলিকে নিয়ে রতন আসে]

রতন। তোমাদের সমস্ত লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে মলি—

নাণ্টু। দাদা।

ভূপেন। রতন। মলি—মলি—

রতন। মলি মরে গেছে বাবা—ঘুমের বড়ি খেয়ে মলি মরে গেছে। হা-হা-হা—হাহা-হা—

[মাটিতে শুইয়ে দেয়, পাথরের মত বসে থাকে ভূপেন]

নাণ্টু। দিদি—দিদি—কথা বল, কথা বল। আমাকে—আমাকে একবার নাণ্টু বলে ডাক। সারা দিন তুই বকবক করতিস—আজ কেন নীরব হয়ে গেলি? কথা বল—কথা বল দিদি—একবার—একটি বার নাণ্ট বলে ডাক। হা-হা-হা—হা-হা-হা—

[মলির বুকে পড়ে কাঁদতে থাকে]

ভূপেন। আমি জানতাম—আমি জানতাম ও একটা কিছু করবে।

রতন। বাবা।

ভূপেন। থানা থেকে আসবার সময় ঘুমের বড়ি কিনে আনলে। আমি বললাম, ঘুমের বড়ি দিয়ে কি করবি মা? বললে, শেষ ঘুম ঘুমুবো। আমি ভাবলাম ও ঠাট্টা করে বলছে। তখন যদি বুঝতে পারতাম—

রতন। বাবা—

ভূপেন। মলি—মল্লিকা—ওঠ মা ওঠ। তুই তো বলতিস, পৃথিবীর পাঠশালায় অনেক কিছু শেখবার আছে। সব শিক্ষা হয়ে গেল মা? এখনো তো অনেক বাকি আছে, হা-হা-হা—হা-হা-হা—

নাণ্টু। দিদিকে আমিই খুন করেছি বাবা—

রতন। নাণ্টু!

নাণ্টু। আমাকে যখন ছাড়িয়ে আনে, দিদি বলছিল,

তোর জন্য আমার সব গেল নাণ্টু—নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমি পাঁচশো টাকায় বিক্রি করে দিয়ে এলাম। উঃ, মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও হে জগদীশ্বর—তুমি আমার মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও।

যাত্রার শ্রেষ্ঠ নাটক

ব্রজেন্দ্রকুমার দের—সতী করুণাময়ী, পরাজিত মেঘনাদ।

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—মেহেরুন্নেসা, তাজমহল, বর্ণপরিচয়, চিড়িয়াখানা, বিবি আনন্দময়ী, পাগলা-গারদ, অচল পয়সা, অশ্রু দিয়ে লেখা, মীনা বাজার, রাজবন্দী, গোলাপ বৌ, বাদশা আলমগীর, নিহত গোলাপ।

রঞ্জন দেবনাথের—বিদুষী ভার্য্যা, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, গলি থেকে রাজপথ, কোন এক গাঁয়ের বধূ, কন্যাদায়, সংসার গেল ভেঙে, বিধিলিপি, শশীবাবুর সংসার, একমুঠো অন্ন চাই।

কমলেশ ব্যানার্জীর—শাঁখা দিওনা ভেঙে, অভিশপ্ত ফুলশয্যা, স্বামী-পুত্র-সংসার, তরণীসেন বধ, ঘূর্ণিঝড়, আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও, হাসির হাটে কান্না, কূলভাঙা ঢেউ, সমাজ, মার্ডার, বিশ্বাসঘাতক, সংসার সীমান্তে, মহারাজা হরিশ্চন্দ্র।

প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের—নীল আকাশের নীচে, সূর্য্য আলো দাও। নরনারায়ণ, নেভাও আগুন, রামায়ণের আগে, রক্ত মাখা প্রভাত, লক্ষহীরা, রক্তরাগ।

বীর সেনের—যুগের ধারাপাত।

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর—সিঁদুর পরিয়ে দাও, রোদনভরা বসন্ত, শেষ উত্তর, সূর্য্যমুখীর সংসার, ডাক্তার, জীবন মরণ, অগ্নিবন্যা, তটিনীর বিচার।

নির্মল মুখার্জীর—মা যদি মন্দ হয়, সোনাডাঙার বৌ, জুয়াড়ী।

নারায়ণ চন্দ্র দত্তের—আপনজন, রাঙা বৌদি।

সত্যপ্রকাশ দত্তের—বধূ কেন কাঁদে, কাঁচ কাটা হীরে, অভিশপ্ত ছিয়াত্তর, তৃষ্ণা।

স্বপন চ্যাটার্জীর—শ্মশানে হ'ল ফুলশয্যা, অচল পয়সা, অভাগীর কান্না।

সুনীল চৌধুরীর—কি পেলাম, পৃথিবীর পাঠশালা।